নমোজগদীশ্বরায়

জ্ঞানপ্রদীপ।

বালকদিগের শিক্ষার্থ বিবিধনীতিবিষয়ক

প্রস্তাব ও দৃষ্টান্ত সকল

গৌড়ীয় ভাষায়

প্রথম খণ্ড
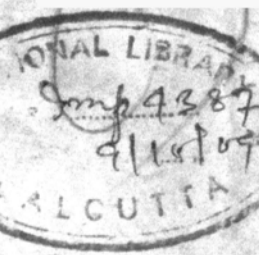
শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ কর্তৃক রচিত

এবং

সম্বাদ ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রিত হইল।

...২০ আষাঢ় ১২৪৭ সাল

...র্ম মুদ্রা।

কৈলাসদেব নামে কোন রাজ্যপাল ছিলেন তিনি মলয়দেব নামক স্বপুত্রকে নীতিশিক্ষানিমিত্ত মহামহোপাধ্যায় হরিহরাচার্য্যের নিকট সমর্পণ করেন অনন্তর হরিহরাচার্য্য উক্ত রাজকুমারকে জ্ঞানপ্রদীপে লিখিত বিষয়সকল শিক্ষাদান করিয়া ছিলেন, গ্রন্থকর্ত্তা ইহা স্বীকার করিয়া জ্ঞানপ্রদীপ প্রস্তুত করিলেন, রচনাকারক অঙ্গীকার করেন অন্যান্য মান্য লোকেরা যে সকল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন জ্ঞানপ্রদীপাপেক্ষা তাহা উত্তম হইয়াছে এবং রচনাবিষয়ে অবশ্য তাঁহার ভ্রম হইয়া থাকিবে কিন্তু সাহস এই যে নির্ম্মলস্বভাবলোকেরা স্বভাবগুণে তাঁহাকে সাহস প্রদান করিবেন, বালকদিগের বঙ্গভাষাশিক্ষার্থ এই পুস্তক প্রস্তুত হইল এবং অন্যান্য নীতিবিষয়লিখিত এইরূপ আরো চারিখণ্ড হইবে, গ্রন্থকর্ত্তা এইক্ষণে সর্ব্বসাধারণের নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করেন তাহা প্রাপ্ত হইলে আনন্দিত হইয়া অবশিষ্ট চারিখণ্ড অবিলম্বে [illegible] প্রকাশ করিতে পারেন। ইতি —— তারিখ

[illegible] ১২৪৭ সাল।

নমোজগদীশ্বরায়

জ্ঞানপ্রদীপ

এক সময়ে মহারাজাধিরাজ কৈলাসদেব পণ্ডিতসমা
জে বিরাজমান রাজসভাতে সিংহাসনোপরি আরোহণ ক
রিয়া মহামহোপাধ্যায় হরিহরাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করি
লেন,, হে শিক্ষাচার্য্য, আমি স্বীয় বাহুবলে সসাগরাধর
ণীর সম্রাট্ হইয়াছি তাহাতে শাসনীয়পরাক্রম ও ধন
দানের উপক্রমে পরিশ্রম করিয়া বহুদেশীয় যে সকল বহু
দর্শিগণ আমারনিকট সমাগত হইয়াছিলেন তাঁহারদিগের
প্রমুখাৎ বিবিধ শাস্ত্রশ্রবণ করিয়াছি তথাচ ধরামণ্ডলে জন্ম
গ্রহণ করিয়া মানবদিগের কিং কর্ত্তব্য তাহার বিশেষ উপ
দেষ্টাপ্রাপ্ত হই নাই কিন্তু উক্ত বিষয়ে তোমার উক্তিশ্রবণে
আমার অন্তরপ্রফুল্ল হয় অতএব তুমি নীতিশি[illegible]
উচিত কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়াছ তাহা শিক্ষাদা[illegible]
র পুত্রকে সুশিক্ষিত কর, রাজবাক্য শ্রবণে তা[illegible]
ন,, হে মহীপাল,, পৃথীবাসি তাবৎশাস্ত্রজ্ঞ [illegible]
মার আজ্ঞাবাহক হইয়াছেন তথাপি যে [illegible]
মলয়দেবকে নীতিশিক্ষায় দীক্ষিত করিতে [illegible]

লেন ইহাতে আমি অত্যাহ্লাদিত হইলাম অতএব মনুষ্যের শৈশবকালাবধি চরম পর্য্যন্ত কি রূপ নীতিক্রমে কার্য্য করিয়া কালক্ষেপ করিতে হয় তাহা বিস্তারিত রূপে কহিব, হরিহরাচার্য্য এইকথা বলিয়া রাজকুমারকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজনন্দন, বালকসময়ে বালকসকল বাক্য কথন উপদেশ ধারণযোগ্য হইলেই তাহারদিগকে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করিতে হয় তাহার মধ্যে প্রথমত স্বদেশীয় বর্ণমালা স্বজাতীয় ভাষা অগ্রে শিক্ষা করিবে পরে দেশীয় নীতিশিক্ষা স্বকীয়ভাষায় মূলবিদ্যা যাহাতে অর্থোপার্জ্জন সম্ভাবনা উত্তমরূপে তাহাতে নিপুণ হইবে অনন্তর নৃপতির ভাষাও তাঁহারদিগের মূলবিদ্যা ভালরূপে জানিয়া অন্যদেশীয় বিদ্যা যত শিক্ষা করিতে সমর্থ হয় ততই করিবে। বালকদিগের বালকসময় শিক্ষার সময় তাহাতে মন অতি কোমল থাকে সেই কোমল মনেতে বিদ্যার সঙ্কেত প্রদান করিলে তাহার অঙ্ক কদাচ লুপ্ত হয় না যাবজ্জীবন দেদীপ্যমান থাকিয়া মনকে অতি পরিষ্কার রাখে এবং মনুষ্যের মরণ পর্য্যন্ত সেই বিদ্যা উপকার করেন, লৌকিক উদাহরণে দেখিতেছি মাতা পিতা রক্ষকগণ লালন পালন করিয়া রক্ষা করেন অতএব তাঁহারা উপকারক বটেন কিন্তু সারবিচারে রক্ষকাপেক্ষা ও বিদ্যা অধিক উপকারিণী হন,মাতা পিতা বা অন্য রক্ষকেরা যে শৈশবকালে রক্ষা করেন তাহা কেবল বালকদিগের উপকার নিমিত্ত নহে বালকেরা উপার্জ্জনশীল হইয়া রক্ষকদিগের উ

পকার করিবে সেই আকাঙ্ক্ষাতে রক্ষকেরা রক্ষা করেন কিন্তু বিদ্যা অনপেক্ষিত রক্ষাকারিণী স্বরূপ তাহাঁকে সমাদর পূর্ব্বক হৃদয়ে স্থান দিলেই যাবজ্জীবন প্রতিপালন করেন এবং বিদেশে কিম্বা রক্ষকাদির ক্ষমতাতীত রাজদ্বারে অথবা নির্ব্বান্ধবসঙ্কটসময়ে রক্ষকেরা রক্ষা করিতে পারেন না কিন্তু তাহাতে বিদ্যা রক্ষা করিয়া অচিন্তনীয় সুখদায়ক হয়েন আরো দেখ স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারসকল যাঁহারা নিয়ত অনুগত হইয়া উপকার করেন তাহাঁরাও কেবল আপনারদিগের লাভের নিমিত্ত করিয়া থাকেন, পৃথিবীর মধ্যে অনেক দেখা গিয়াছে মনুষ্যের সম্পদকালেই স্ত্রীপুত্রাদি প্রিয় হয়েন আর সম্পদ বিচ্ছেদে তাঁহারাও তুচ্ছ করেন কিন্তু বিদ্যা সম্পদ বিপদ সকলকালেতেই সমান থাকেন অতএব বিদ্যাকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সহায় বলিতে হইবেক। হে রাজকুমার মলয়দেব, বিদ্যার প্রাধান্যপক্ষে যাহা কহিলাম তুমি স্মরণ রাখিবা তাহার প্রত্যেকের দৃষ্টান্ত পশ্চাৎ কহিব সম্প্রতি অন্য দেশেতে যে বিদ্যার দ্বারা উপকার হইয়াছে তাহার এক উদাহরণ বলি মনোযোগ কর।

এক সময়ে কোন গর্হিতব্যাপার দর্শন করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে রাজসভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন তাহাতে কালিদাস অপমানিত হইয়া বিক্রমাদিত্যের অধিকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্দীপনরাজ্যে চন্দ্রকুমার নৃপতির নিকট উপস্থিত হইলেন, পণ্ডিত লো[illegible]

কোন রাজার সহিত সাক্ষাৎকালে কবিতাপাঠক রিয়া ভূপ তিকে আশীর্ব্বাদ করেন সেই নিয়মানুসারে কালিদাস এক উত্তম কবিতা পাঠ করিয়া চন্দ্রকুমার নৃপতিকে ও আশীর্ব্বাদ করিলেন কিন্তু কবিতাপাঠে কালিদাসের যাদৃশ মর্য্যাদা অপেক্ষিত ছিল মহীপাল তাহা করিলেন না কেবল সামান্য সমাদরে তাঁহাকে আসন মাত্র দিলেন তাহাতে কালিদাস অন্তর মধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি আশ্চর্য্য, আমার এই অপূর্ব্বকবিতাশ্রবণে রাজা অনুরূপ সম্ভ্রম করিলেন না কারণ কি, বোধ হয় ইহার কোন গোপনীয় কারণ থাকিবে, অনন্তর রাজসভার চতুর্দ্দিগ নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন রাজা এবং মন্ত্রিগণ সকলই বিমর্ষ পরস্পর কর্ণাকর্ণি ভাবে পরামর্শ করিতেছেন তাহাতে বুদ্ধিমান কালিদাস অনুসন্ধান দ্বারা সন্ধান পাইলেন রাজার মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে, সম্বরদেশীয় চক্রেশ্বর চন্দ্রকুমারকে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং তাহাতে লিখিত আছে,, তোমার অধিকারস্থ শ্বেতনদীকেও নিমন্ত্রণ করিলাম তুমি তাহাঁকে অগ্রে পাঠাইয়া দিবা শ্বেতনদীর জলেতে আমার যজ্ঞের কার্য্যসমাধা হইবে কিন্তু শ্বেতনদীকে অগ্রে না পাঠাইলে সন্দীপন রাজ্যের সিংহাসনে অন্য রাজাকে অভিষিক্ত করিব,, চন্দ্রকুমার এই অসম্ভব বিষয়ের কোন কারণ স্থির করিতে পারেন নাই রাজ্যের মধ্যে ঘোষণা করিয়াছেন যদ্যপি কোন ব্যক্তি উক্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন তবে তাঁহাকে অর্দ্ধেকরাজ্য বিভাগ

করিয়া দিবেন এবং যদি সেই ব্যক্তি উত্তমজাতি হয়েন তবে রাজকন্যাকেও তাঁহার হস্তে প্রদান করিবেন কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহ ঘোষিত বিষয়ে সন্তোষ করিতে পারেন নাই অতএব রাজ্যরক্ষার্থ রাজ্যেশ্বর ব্যাকুল হইয়াছেন, কালিদাস এই বিষয় শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন এবং সাহস পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, মহারাজ, কি চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছেন, ভয় কি, আমি আপনকার চিন্তাশান্তি করিতেছি, অনন্তর কালিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন সম্বরদেশীয় রাজধানীতে শ্বেতনদীর স্রোত বহনীয় কোন জলপথের মুখ বদ্ধ হইয়াছে কি না, বোধ হয় সেই পথ মুক্ত করিয়া স্রোত চালায়নার্থ চক্রেশ্বর এইরূপ সঙ্কেতে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে রাজমন্ত্রিরা সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন সম্বরস্থ রাজধানীর চতুর্দ্দিগ বেষ্টিত শোমনদের সহিত শ্বেতনদীর সংযোগ স্থান প্রস্তরে বদ্ধ হইয়াছে অতএব তৎক্ষণাৎ প্রস্তরসকল উদ্ধার দ্বারা স্রোতগমনীয় পথ মুক্ত করিয়া দিলেন এবং অবিলম্বে সম্বরদেশীয় রাজধানীর চতুর্দ্দিগে শ্বেতনদীর জলেতে সোমনদ পরিপূর্ণ হইল তাহাতে চক্রেশ্বর চন্দ্রকুমার নৃপতিকে মহাবোদ্ধা বোধ করিয়া তাঁহাকে অন্য এক রাজ্য পারিতোষিক দিলেন এবং চন্দ্রকুমার নৃপতি কালিদাসকে কন্যাদান করিয়া অর্দ্ধেক রাজ্যে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন অতএব, হে রাজকুমার, বিদ্যা হইতে কি না হয়, কালিদাস ভিন্নদেশেতেও বিদ্যাবলে রাজকন্যা বিবাহ করিয়া রাজেশ্বর হইলেন।

হরিহরাচার্য্য বিদ্যার গুণোৎকীর্ত্তন বিষয়ে পূর্ব্বে কহি হিয়াছেন বিদ্যা রক্ষকাদির ক্ষমতাতীত রাজদ্বারে রক্ষা করেন কিন্তু তাহার উদাহরণ কথিত হয় নাই অতএব রাজকুমারকে সম্বোধন পূর্ব্বক সেই উদাহরণ বিজ্ঞাত করিতেছেন ॥

হে মহারাজাধিরাজশিরোরত্ন রাজশিশো, আমি পূর্ব্বেজ্ঞাত করিয়াছি বিদ্যা রক্ষকাদির ক্ষমতাতীত রাজদ্বারে রক্ষাকরেন এইক্ষণে তাহার উদাহরণ শ্রবণ করাই ভূপালপুত্র শ্রবণরন্ধ্রে স্থানার্পণ কর । এক সময়ে উজ্জয়নীরাজ্যেশ্বর স্বীয় পট্টমহিষীতানুমতীর পট্ট চিত্রিত বিচিত্র প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিলক্ষণ পরীক্ষার্থ পার্শ্ববর্ত্তি কালিদাসের নিকট চিত্রপট সমর্পণ করিলেন তাহাতে কালিদাস মনোযোগ পূর্ব্বক সেই চিত্রে নেত্র পাত করিয়া কহিলেন এই প্রতি মূর্ত্তি অত্যুত্তম চিত্রিত হইয়াছে বটে কিন্তু একাঙ্গে রাণীর অঙ্গের কিঞ্চিদ্বিভেদ অনুমান হয় এই কথা শ্রবণে চিত্রকর বিমর্ষভাবে অধোবদনে যেমত নিরীক্ষণ করিতে ছিল অমনি তাহার কর্ম্মূল হইতে তূলিকা ভূতলস্থা হইবায় এক ছিটাকালীতে নৃপপট্ট মহিষীর পট্টপ্রতিমার উরুদেশে তিলচিহ্ন হইল তাহাতে কালিদাস পুনশ্চ কহিলেন হে চিত্রকর তুমি খেদ পরিত্যাগ কর প্রতি মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইয়াছে, কালিদাসের এই বিরুদ্ধবাক্য শ্রবণে রাজা চিত্র মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন পূর্ব্বাপেক্ষা [illegible] কেবল উরু প্রদেশে তিলচিহ্ন মাত্র হইয়াছে অতএব

তৎক্ষণে অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক বনিতার জানুদেশ বিশেষ বি
বেচনা দ্বারা তিলচিহ্ন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং চিন্তা
করিতে লাগিলেন গোপনীয় তিলচিহ্ন কালিদাস কিরূপে
জানিলেন তবে পরোক্ষে দারদর্শন রূপ দুরাচরণ থাকিবে অ
তএব আত্যন্তিক রাগান্ধ হইয়া কালিদাসকে দেশবহিষ্কৃত ক
রণের আজ্ঞা দিলেন অনন্তর নৃপতির আজ্ঞাবাহকেরা
নৃপাজ্ঞানুসারে যৎসময়ে কালিদাসকে অপমান পূর্ব্বক বহি
ষ্কৃত করে তৎকালে বিজ্ঞবর মন্ত্রী সুমন্ত্রণাপূর্ব্বক বধূবেশে কা
লিদাসকে স্বীয়ান্তঃপুরে রাখিলেন এই রূপ বধূবেশি কালিদা
স রাজমন্ত্রির গোপনপ্রকোষ্ঠে গোপনভাবে থাকেন।

অপর এক দিবস উজ্জয়নীরাজনন্দন চতুরঙ্গিণী সৈন্য
চয় ও বন্দিগণসহিত মৃগয়ার্থ বনভ্রমণ করত নিতান্তশ্রান্ত হই
য়া মরালকুলকল্লোলিত প্রফুল্ল সরোজরাজীনির্ম্মল স্নিগ্ধ
বারিপরিপূর্ণ সরোবরতটে বটজটাতে ঘোটকবন্ধন পূর্ব্ব
ক স্বীয় সমভিব্যাহারিগণের অভ্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন
সেই প্রতীক্ষাতে অনপেক্ষিত সত্বরগামি দিবাকর পশ্চিমাচল
চূড়াবিলম্বন করিবাতে অন্ধকার সন্ধ্যামুখ সমাগত হইল এবং
নিদাঘকালীন সন্ধ্যাকালে ঘন ঘন ঘননিস্বনসহিত মহাবেগ
বান ঝড়ে বড় বড় শাখিশাখা সকল মড়২ করিতে লাগিল এই
সকল ঘোরতর নিনাদশ্রবণ চপলাচাপল্যাদি দর্শন করিয়া
বটজটাবদ্ধ রাজঘোটক জটাসমুৎপাটন করত বনমধ্যে প
লায়ন করিল বিশেষত রাজকিশোর সহচরগণকে ও প্রাপ্ত

হইলেন না অতএব মহা ভাবিত হইয়া পলায়িত অশ্বান্বে
ষণ করিতেছেন, ইহার মধ্যে মাংসাশি মহা ভয়ানক ব্যা
ঘ্র তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল ইহাতে রাজকুমার মহাভয়ে
বিহ্বল হইয়া এক মহা বৃক্ষোপরি আরোহণ করিলেন কিন্তু সে
খানে ও দেখেন বৃক্ষ শাখাবলম্বন করিয়া বিশাল শরীর ভয়া
নক ভল্লুক নিদ্রিত রহিয়াছে ইহাতে রাজকুমার উভয় সঙ্কটে
পড়িলেন বৃক্ষেতে ভল্লুকভয়ে থাকিতে পারেন না এবং বৃক্ষমূ
লে মহাবল ব্যাঘ্র মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে অবরোহণ পূর্ব্ব
ক গমন করিতেও মৃত্যুশঙ্কা অতএব মহাবিপদ ভাবিয়া পরি
ত্রাণোপায় চিন্তা করত নিশ্চয় করিলেন বৃক্ষোপরিস্থ ঋক্ষ জা
তি নরমাংসাভিলাষী নয় সম্প্রতি ইহার সহিত মৈত্রীভাব
কর্ত্তব্য হইয়াছে অতএব ঐশিলিপি যাহা থাকে পশ্চাদ্দর্শি
বে এইক্ষণে সাহসিক হইয়া ভালুকের নিদ্রাভঙ্গ করি, এই
বলিয়া নিদ্রাবস্থ ভল্লুকশরীরে করপ্রদান মাত্র চমকিত গাত্র
ভল্লুক জাগরিত হইল এবং নৃপনন্দনকে জিজ্ঞাসা করিল তু
মি কে, কোথা হইতে আগত, কি নিমিত্ত বৃক্ষারোহণ করি
য়াছ, আমার বোধ হয় তুমি কোন রাজকুমার হইবা নতুবা
সহসা সাহস পূর্ব্বক ভল্লুক শরীরে করপ্রদান সাধারণ মান
ব সাধনীয় নয়, রাজ পুত্র কহিলেন, হে মিত্র, আমি যে ঘোর
বিপদে পতিত হইয়াছি ঋক্ষরাজ বৃক্ষমূলে বীক্ষণ করিলে
ই তাহা অবগতি হইবে অতএব তোমার সহিত মিত্রতা করিয়া
প্রাণ সমর্পণ করিলাম তুমি আমাকে রক্ষা কর, ভালুক কহিল

মানবজাতি বিশ্বাসঘাতি শেষ প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন করে না। তুমি ও মানব তোমার সহিত মিত্রতা করিতে আমার অভি লাষ হয় না। কিন্তু নীতিশাস্ত্রে কথিতআছে আসন্নবিপদ শরণা গত শত্রুকেও পরিত্রাণ করিবে অতএব আমি সত্য করিলাম অদ্যরাত্রিতে তোমাকে রক্ষাকরিব,প্রথমনিশি তুমি শয়ন কর আমি জাগরূক থাকিলাম শেষার্দ্ধে আমি শয়ন করিব তুমি জাগিয়া থাকিবা, ঋক্ষবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমার সাব ধানপূর্ব্বক বৃক্ষশাখাবলম্বন করত শয়ন করিলেন পরে মহা বল শার্দ্দূল বৃক্ষমূলেথাকিয়া ঋক্ষকে বলিতে লাগিল,হেভল্লুক, তুমি আমি দুই জন একারণ্যে ভ্রমণ করি এবং ঋক্ষাপেক্ষা শা র্দ্দূল জাতি সর্ব্বাংশে বলাধিক তথাপি যে তুমি আমার ভক্ষ্য কিশোরমাংস নির্ভয়ে ক্রোড়ে রক্ষা করিতেছ এ তোমার অনু চিত সাহস অতএব যদি স্বীয়পরিত্রাণ অপেক্ষিত হয় তবে স্বর ক্ষিতরাজকুমারকে বৃক্ষমূলে নিক্ষেপ কর নতুবা পরপরিত্রাণ করণে আত্মকল্যাণ দুর্লভ হইবেক, ভালুক উত্তর করিল,হে নির্দ্দয় শার্দ্দূল,আমি ভয়কম্পিত শরণাপন্ন রাজবিগ্রহ রক্ষা করিতেছি তাহাতে যদি ক্ষণবিনাশিস্থূল কলেবর ধর্ম্মার্থ যায় ততোধিক প্রিয়কর সৌভাগ্য কি আছে, ঋক্ষব্যাঘ্রের উক্ত প্রকার বিরাগ জন্য বাক্কলহ শ্রবণে ভঙ্গনিদ্র নৃপনন্দন ভুজ পাশ দ্বারা শাখা বন্ধন পূর্ব্বক মহাভয়ে থর থর কলেবর হই বাতে ভল্লুক তাঁহাকে পুনঃ শান্ত করিয়া কহিল, হে ভূপাল পু

ত্র, ভয়ত্যাগ করিয়া সাবধানে জাগরূক থাক আমি শয়ন করি, এই কথাবলিয়া ক্ষণজ্বরভল্লুক বৃক্ষশাখাবলম্বন করিয়া নিদ্রিত হইল,এইকালে ব্যাঘ্র কহিল, হে রাজকুমার,তোমার ন্যায় নির্ব্বোধ ব্যক্তি এইক্ষণে দুর্লভ,ব্যাঘ্র ভল্লুক স্বাভাবিক নির্দ্দয়পশু তুমি তাহাকে বিশ্বাস করিতেছ আমি এই স্থানে উপস্থিত আছি এতন্নিমিত্তে ভল্লুক তোমারপ্রতি দয়াপ্রকাশ করিতেছে কিন্তু পশ্চাতে মিত্রতার সুখ উত্তমরূপে অনুভব করিবা অতএব আমি সত্য কহিতেছি এই সুযোগসময়ে তুমি ভল্লুককে বৃক্ষমূলে নিক্ষেপ কর,আমি দুর্ম্মদ ভল্লুকের গর্ব্বখর্ব্ব করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করি, তোমারঅনিষ্ট চেষ্টায় বিরত হইলাম, ব্যাঘের প্ররোচকবাক্যেতে জ্ঞানান্ধ রাজনন্দন পূর্ব্বাপর মঙ্গলচিন্তা না করিয়া যেমন ভল্লুকাঙ্গে করদান করিলেন অমনি সচকিত ঋক্ষ তৎক্ষণাৎজাগরিত হইয়া কহিল,হেরাজকুমার, আমি তোমার প্রাণরক্ষার্থ উচ্চৈরিরির সহিত যে বৈরভাব করিয়াছি তুমি তাহার সমুচিতপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিলা কিন্তু আমি নির্ব্বোধরাজশাবক বিনাশ করিয়া প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন করিব না ইত্যাদি শ্লেষোপদেশবাগ্বিশেষে রাত্রিশেষ হইবাতে পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে প্রখরকরনিকর দিনকর প্রকাশ হইলেন এবং ক্ষুৎপিপাসা ব্যাগ্র ব্যাঘ্র আহারান্বেষণে অন্যত্র প্রস্থান করিল অনন্তর নৃপকুমার বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিবামাত্র ভল্লুক তাহাঁর গণ্ডদেশে চারি চপেটাঘাত করিয়া স,সে,মি, রা, এই চতুরক্ষর বলিয়া চলিয়া গেল. কিন্তু তদবধি রাজপুত্র

উন্মত্ত হইলেন এবং ইতস্তত ভ্রমণানন্তর বনান্তরালে চতুরঙ্গি ণীসেনার সহিত সন্দর্শন হইল কিন্তু কাহার সঙ্গে মঙ্গলামঙ্গল বাক্যব্যয় নাই, যে যাহা জিজ্ঞাসা করে কেবল স, সে, মি, রা, এই উত্তরে তাহার সে কথার উত্তর করেন কিন্তু ইহাতে সঙ্গি গণ চমৎকৃত হইল এবং রাজপুত্রকে উন্মত্ত জানিয়া সত্বর হইয়া তাহাঁকে রাজসন্নিধানে আনয়ন করিয়া তাবদ্বৃত্তান্ত নিবেদন করিল তাহাতে প্রিয়সন্তানের নিতান্ত বৈপরীত্য দেখিয়া রা জা আত্যন্তিক ভাবিত হইলেন এবং নানা দেশীয় ভিষজগণকে আনয়ন পূর্ব্বক যথা বিহিত ভেষজদ্বারা ভূভুজনন্দনের চিকিৎ সা করাইতে লাগিলেন কিন্তু চিকিৎসকেরা যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া দেখিল কিছুতেই বিষমরোগের উপশম হয় না বরঞ্চ ক্রমিক স, সে, মি, রার অপেক্ষিতাতিশয়তা হইতে লাগিল তাহাতে রাজা খিদ্যমান হইয়া বিদ্যাবিনোদমন্ত্রিকে কহি লেন, হে মন্ত্রি, উপায় কি, তোমার বুদ্ধিতেই আমার নির্ভর, আমার একপুত্র ইহার পীড়াশান্তি না হইলে আমি একান্তই প্রাণত্যাগ করিব, বিদ্যাবিনোদমন্ত্রী খিদ্যমানরাজবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভূপাল, আমি ইহার সমগ্র বিবেচনা ক রিয়া নৃপাগ্রে নিবেদন করিব, এই বলিয়া মন্ত্রী স্ববাটীতে সমা গত হইয়া বধূবেশি কালিদাসকে বিজ্ঞাপন করিলেন, তাহা তে সহাস্যকালিদাস কহিলেন, হেধীমন্ সচিব, রাজপুত্রের উপস্থিত রোগবারণ ভিষজের ভেষজ সাধ্য নয় অরণ্যান্তরালে অচিন্তনীয়কারণ জন্য হইয়াছে কিন্তু আমি ভেষজ মন্ত্রাদি ব্য

তীত বা ওমাত্রেই রাজপুত্রকে রোগমুক্ত করিতে পারি, অসা
ধারণগুণশালিমন্ত্রী এ কথা শ্রবণে বধূবেশি কালিদাসকে
দোলাযানে রাজসদনে আনয়ন করিয়া কহিলেন, হে মহা
রাজ, রাজকিশোরের পীড়ানিমিত্ত ভাবনা পরিত্যাগ করুন
আমি নিশ্চয় জানিয়াছি আমার পুত্রবধূ রুক্প্রতিক্রিয়া করি
তে পারিবেন এবং তাহাঁকে দোলাযানে আনয়ন করিয়াছি
রাজকুমারকে আনীত করুন, রাজা এই বাক্য শ্রবণে তৎক্ষ
ণাৎ যবনিকা অর্থাৎ পর্দার ভিতরে দোলাযান রাখিয়া কুমা
রকে ক্রোড়ে করিয়া স্বয়ং বহির্দ্দেশে বসিলেন অনন্তর যবনিকা
মধ্যস্থ কালিদাস রাজপুত্রের পার্ব্বতিক দুর্ঘটনার সর্ব্ববিবরণ
কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাজপুত্র, তোমার ভল্লুক মি
ত্রের সম্বাদ বল; তাহাতে রাজপুত্র অন্যোত্তর না করিয়া স
সেমিরাই বারম্বার কহিতে লাগিলেন পরে কালিদাস এক
শ্লোক পাঠকরিলেন তাহার অর্থ এই যে,, আত্যন্তিক সারল্য
স্বভাবে বিশ্বাসপূর্ব্বক যে ধন প্রাণ সমর্পণ করে তাহার সহিত
কাপট্য ব্যবহারে কি কৌশল, শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া মারিলে
কি পুরুষার্থ আছে,, এই শ্লোক পাঠমাত্র রাজপুত্রের, স, ত্যা
গ হইয়া সে মিরা রহিল তাহাতে কালিদাস পুনশ্চ অবশিষ্ট
তিন অক্ষরে তিন শ্লোক পাঠ করিলেন এবং তাহা শ্রবণ মাত্রই
রাজকুমার সেমিরা ত্যাগ করিয়া প্রকৃত স্বভাব হইলেন, মহা
রাজ এই চমৎকার চিকিৎসা দর্শনে হর্ষহইয়া বধূবেশিকালি
দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুন্দরি, তুমি যেরূপ কবিতা

পাঠ করিয়াছ আধুনিক সম্প্রদায়মধ্যে কালিদাস ব্যতীত কেহ ঈদৃক্ শ্লোক শ্রবণ করাইতে পারেন নাই অন্তঃপুরে থাক্রিয়া অটব্যটন দুর্ঘটনা কি রূপে জানিতে পারিলা,কালিদাস উত্তর করিলেন, হে রাজাধিরাজ, সাক্ষাৎ সরস্বতী আমার জিহ্বাগ্রে নৃত্য করিতেছেন তাহাতে আমি পৃথিবীর সমস্ত জানিতেপারি, যেমন ভানুমতীর তিলচিহ্ন, রাজা এই কথা শ্রবণমাত্র যবনিকামধ্যে প্রবেশ করিয়া কালিদাসের হস্তধারণ পূর্ব্বক চরণার্পিতমস্তক হইয়া কহিলেন, হে পণ্ডিতরত্ন, আমি রাজ্যাভিমানে উন্মত্ততাপ্রযুক্ত তোমার অপমান করিয়াছি এইক্ষণে আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন ইত্যাদি বিবিধ প্রকার স্তুতিবাক্যসহ কালিদাসকে স্বর্ণসিংহাসনোপরি বসাইয়া কোটিসুবর্ণদ্বারা মহারাজ কবিরাজের পাদপূজা করিলেন, হে রাজকুমার মলয়দেব, দেখ উজ্জয়নীরাজ্যপালের কোপানলভুক্ত কালিদাস কেবল বিদ্যাবলে বিমুক্ত হইয়া পুনঃ পূজনীয় হইলেন অতএব জনরাজীরঞ্জিত জগন্মণ্ডলে সকলের উচিত যে আদ্যে বিদ্যাভ্যাস দ্বারা অক্ষয়নিধি সর্ব্বকালীন রক্ষক বিদ্যোপার্জ্জনে মনোযোগ করেন।

হরিহরাচার্য্য কহিলেন, হে ভূপাল কুলচন্দ্র, সসাগর ধরাপালনন্দন, আমি পূর্ব্বে কহিয়াছি বিদ্যা নির্ব্বান্ধব সঙ্কটকালে রক্ষা করেন কিন্তু তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করাই নাই এইক্ষণে সেই উদাহরণ বিস্তারিতরূপে বিজ্ঞাপন করিতেছি রাজকুমার কর্ণকুহরে স্থানার্পণ কর।

রত্নগর্ভানদীতীরে নীলগ্রীবনামে এক মহারাজ্য ছিল নীল কণ্ঠ নামক সর্ব্বজয়ি মহারাজ স্বীয় বাহুবলে মহাবলরাজকুলকে পরাজয় করিয়া নীলগ্রীবরাজ্যে রাজ্যেশ্বর হইলেন এই নৃপতি বাল্যকালাবধি নানাশাস্ত্র দেখিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়া ছিলেন তথাচ তাঁহার এক মহাকদর্য্য কুকার্য্য ছিল নিরন্তর অন্তঃপুরে নারীসহকারে কালক্ষেপ করিতেন, নীতিশাস্ত্রজ্ঞেরা কহেন আত্মহিতৈষিরাজা দণ্ডনীত্যনুযায়ি রাজধর্ম্মপুরস্কারপূর্ব্বক তদ্বিরুদ্ধাচারকে তিরস্কার করিবেন তাহা হইলেই চপলাবত্তরলগামিনী রাজলক্ষ্মী রাজাকে আশ্রয় করিয়া চিরকাল থাকেন নতুবা যোষিদ্গণগণ্ডস্থলমন্থনদণ্ডদন্তপ্রিয় নৃপতিসকল কামকুতূহলে কালক্ষেপ করিলে অবিলম্বে রাজ্যভ্রষ্ট হয়েন, নীলকণ্ঠ রাজা নিরন্তর সীমন্তিনীচিন্তায় নিযুক্ত থাকিবাতে প্রায় সেই রূপ সোপান হইল, রাজকর্ম্ম কিছুই দেখেন না সর্ব্বদাই পট্টমহিষীর সহিত মোহিতভাবে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ইহাতে রাজমন্ত্রীসকল মহাকুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, হে নীলকণ্ঠ ভূপতি, আপনি চতুর্দিগ্‌বাসি লক্ষ২ বিপক্ষান্তরালে সিংহাসনস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া স্ত্রৈণস্বভাবে কালক্ষেপ করিলে কিরূপে রাজ্যরক্ষা করিবেন, রাজামন্ত্রিবর্গের সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন মহিষীর যৌবনকাল চিরজীবী নহে যৌবনবিরামে নারীসম্ভো

গ সুখকর হয় না এবং মন্ত্রিবর্গ যাহা কহিতেছেন তাহাও আমার হিতার্থই বটে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই তিনকে নিয়মানুসা রে যে রাজা সেবা না করেন তিনি একের আনুগত্যে অন্য দুই কে নষ্ট করেনযেহেতু ধর্ম্ম হইতে অর্থ অর্থ হইতে কাম অত এব ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম না করিলে অর্থ হয় না অর্থ না হইলে সুতরাং কামসিদ্ধি হইতে পারে না তবে এইক্ষণে কি করি, এই সকল বিবেচনাতে নিশ্চয় করিলেন মহিষী যাহাতে স্থিরযৌবনা থাকেন তাহার উপায় করিয়া রাজধর্ম্মানু সারে রাজ্যশাসন করিবেন অতএব মনেতে পরামর্শ করি লেন সঙ্গমদেশীয় সিংহাসনাধিকারিপ্রিয়ঙ্গুরাজা ইন্দুদত্ত যে অঙ্গুরীয়ক দ্বারা নিজরাজমহিষীকে স্থিরযৌবনা রাখিয়া ছেন সেই অঙ্গুরীয়ক আনয়ন করিয়া পট্টমহিষীর যৌবন চিরস্থায়ী রাখিবেন, মহারাজ নীলকণ্ঠ এই নিশ্চয় করিয়া মন্ত্রিগণকে আদেশ করিলেন, হে মন্ত্রিসকল, আমার চতু রঙ্গিণীসেনাপ্রস্তুত কর, কল্য সঙ্গমদেশীয় রাজার সঙ্গে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিব, এই বলিয়া রজনীযোগে মহিষীর সহিত সুখসম্ভোগ করিয়া পরদিন প্রাতে সঙ্গমদেশে যাত্রা করি লেন, সঙ্গমদেশীয় রাজা শ্রবণ করিলেন মহারাজ নীলকণ্ঠ তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থ আসিতেছেন, অতএব হীনবল প্রিয় ঙ্গমহীপাল দেখিলেন এই মহাবলরাজার সঙ্গে যুদ্ধজয়ী হইতে পারিবেন না কিন্তু যুদ্ধব্যতীত পলায়ন করাও ক্ষত্রি য়ের ধর্ম্ম নহে বিশেষত রাজ্যস্থ সকল প্রজারা ও বিপক্ষ

রাজারা বোধ করিবেন আমি ভয়প্রযুক্ত সংমুখসংগ্রাম হইতে পলায়ন করিলাম তাহা হইলে আমার জীবনেতেই বা প্রয়োজন কি, আর অতি বলবদ্বিপক্ষসাক্ষাৎমাত্রই যে ভয় করা তাহাও যুক্তিসিদ্ধ হয় না কেন না জয় পরাজয় পরমেশ্বাধীন কার্য্য, দুর্য্যোধনেরা মহাবলপরাক্রান্ত ছিলেন তথাচ উত্তর গোগ্রহে একাকী অর্জুন উত্তরসারথি সহকারে তাঁহারদিগকে পরাজয় করিয়াছেন অতএব দেখা যাউক আমিও দলবলসহিত সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হই তাহাতে পরমেশ্বর কি করেন, এই অপ্রার্থিত যুদ্ধেতে প্রাণ ত্যাগ হইলেও ক্ষতি নাই কেন না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিয়াছেন প্রার্থনাব্যতীত স্বয়ং উপস্থিত যে যুদ্ধ তাহা অবারিত স্বর্গদ্বার স্বরূপ সৌভাগ্যশালিক্ষত্রিয়েরা একপ যুদ্ধপ্রাপ্ত হয়েন, এই যুদ্ধে যদ্যপি প্রাণত্যাগ হয় তবে স্বর্গলাভ হইবে আর যদি পরাজয় করিতে পারি তবে নীলকণ্ঠের সিংহাসন আমার সিংহাসন হইবে ইহাতে উভয়পক্ষেই লাভ আছে অতএব পলায়নপর না হইয়া যুদ্ধই করিব, এতদ্রূপে কৃতসঙ্কল্পপ্রিয়ঙ্গু মহীপাল চতুরঙ্গিণী সেনাপ্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দিলেন এবং পণ্ডিতরাজী বিরাজিত রাজসভা মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া যুদ্ধযাত্রার যাত্রিক শুভকাল নির্ণয় করণার্থ পণ্ডিতগণকে অনুমতি করিলেন অনন্তর প্রত্যেক প্রধান রাজপণ্ডিতসকল পঞ্জিকা হস্তে করিয়া অঙ্কপাত করত পাপযোগাদি দোষবর্জিত সুসময় নিশ্চয় পূর্ব্বক

কহিলেন, হেমহারাজ,এই সময় উত্তম যাত্রিক আপনি যাত্রা ক
রুন এই সময়ে যাত্রা করিয়া শ্রীরাম ধনূর্ভঙ্গে জয়ী হইয়াছিলে
ন কদাচ এই সময় উপেক্ষা করিবেন না, প্রিয়ঙ্গুরাজা বহুদ
র্শিবর্গের বহুবিচারিত যাত্রাকালে সৈন্যচয় সহিত কোলাহ
ল শব্দে যাত্রা করিলেন কিন্তু দেবাচার্য্য নামে অতিনম্র স্বভা
ব মহাজ্ঞানী এক পণ্ডিত কহিলেন,হে মহারাজ, পণ্ডিত সক
ল পরস্পর ভূপালসমীপে প্রতিপত্তি নিমিত্ত রাজসন্নিধা
নে ভূরিং বচনাবৃত্তি করেন কিন্তু যথার্থ নিষ্পত্তি করণ
যোগ্য শাস্ত্রদর্শি অতিবিরল, মহাশয় যে সময়ে যুদ্ধযাত্রা
করিলেন ইহা উত্তমযাত্রিক সময় নহেএখনগমন করিয়া কদা
পি জয়ী হইতে পারিবেন না, দেবাচার্য্যের আশ্চর্য্য বাক্য শ্র
বণে কৃত যাত্র মহীপতি আত্যন্তিক প্রকুপিত হইলেন এবং
বন্দিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন এই দেবাচার্য্য আমার
হিতৈষী নহেন যাত্রাকালীন বাধাশ্রবণ করাইতেছেন ই
হাঁকে শৃঙ্খলবন্ধনপূর্ব্বক দোষিরবাসস্থানে কারারুদ্ধ রাখিবা
আমি প্রত্যাগত হইয়া বিহিত বিচার করিব, রাজাজ্ঞাশ্রবণে
ভৃত্যগণ তাহাই করিল দেবাচার্য্যকে লৌহশৃঙ্খলযুক্ত করি
য়া কারাগারে নিরুদ্ধ রাখিল অনন্তর প্রিয়ঙ্গুভূপতি রণস্থলে
উপস্থিত হইবা মাত্র উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল, এই
যুদ্ধ কিঞ্চিৎকাল ছিল তাহার পরেই নীলকণ্ঠের মহাসৈন্য
চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়া চতুর্দিগে আক্রমণ করিবাতে প্রিয়ঙ্গু রা

জার সেনাগণ সাহসভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল,রাজা একাকী মধ্যস্থলে পতিত হইলেন এবং সৈন্য শূন্য পৃষ্ঠভাগ দর্শন করিয়া আপনি ও বহুকষ্টে পলায়নে রক্ষা পাইলেন পরে স্বগৃহে আগমন করিয়া ভৃত্যবর্গকে কহিলেন দেবাচার্য্য আমার যাত্রাকালে বাধা দিয়া ছিলেন এই কারণ প্রাণাত্যয়কাল উপস্থিত হইল অতএব দেবাচার্য্যকে অগ্রে কালহস্তে সমর্পণ করিয়া নীলকণ্ঠের অস্ত্রে প্রাণত্যাগ করিব, আচার্য্যকে আমার নিকট আনয়ন কর, ভৃত্যবর্গ রাজাজ্ঞাশিরোধারণ পূর্ব্বক শৃঙ্খলবদ্ধ দেবাচার্য্যকে তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং মহাক্রোধান্ধ নৃপতি আচার্য্যের শিরশ্ছেদ করিতে আজ্ঞা দিলেন, এই সময়ে আচার্য্য কহিলেন, হে মহীপাল, আপনি দণ্ডাদণ্ডের কর্ত্তা আমার প্রাণদণ্ড করিবেন বিচিত্র নহে কিন্তু, হে মহারাজ, রাজবংশ্যেরা বৃদ্ধপণ্ডিতের বাক্যগ্রাহী হইলে নীতিজ্ঞ হয়েন নীতিজ্ঞ হইলেই ভদ্রাভদ্র বিচার করিতেপারেন, আপনি বিরুদ্ধকালে যুদ্ধযাত্রা করিয়া ছিলেন আমি বৃদ্ধপণ্ডিত সেই অযাত্রার কারণগণিয়া নিষেধ করিয়া ছিলাম ভূপতি আমার বাক্যের তাৎপর্য্য বিচার না করিয়া এইক্ষণে প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছেন, হে রাজন্, রাজবংশ্যেরা বিশ্বাসযোগ্য নহেন আমি সেই রাজবংশ্যকে বিশ্বাস করিয়া এতকাল পর তাহার ফলভোগে পতিত হইলাম যাহা হউক আমি আপনকার নিকট কারাবদ্ধ আছি আমাকে পশ্চাৎসংহার করিতে পারিবেন

সম্প্রতি সংমুখবর্ত্তি প্রবলবিপক্ষ নীলকণ্ঠরাজা রাজধানী আ
ক্রমণ করিতেছেন তাঁহার হস্ত হইতে সিংহাসন রক্ষার উপা
য় দেখুন, আমি যাত্রিক সময়নির্ণয় করিয়া বলিতেছি আপনি
পুনর্ব্বার যাত্রা করুন ইহাতে অবশ্যই জয়যুক্ত হইবেন তাহা
র অন্যথা হয় আমি বদ্ধই আছি আমাকে নষ্ট করিবেন, দে
বাচার্য্যের বাক্য শ্রবণে প্রকুপিত রাজা কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন
এবং চন্দ্রতারানুকূলসিদ্ধিযোগে পুনর্ব্বার যাত্রা করিলেন
এইবারে যখন উভয়দল সৈন্য রণস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া পর
স্পর বাক্কৌশল করিতেছিল তখন দক্ষিণদিগে মহাভয়ানক
মেঘাড়ম্বর হইল এবং তৎক্ষণাৎ চমৎকৃত চিৎকার শব্দে নীল
ণ্ঠের সৈন্যের মধ্যে বজ্রপাত হইয়া প্রবলশত্রু নীলকণ্ঠকে নি
পাত করিল, নীলকণ্ঠের পতন দেখিয়া তাঁহারসৈন্যেরা কো
থায় গেল অন্বেষণ হইল না ইহাতে প্রিয়ঙ্গুমহীপাল জয় প্রা
প্ত হইয়া গৃহে আসিলেন এবং দেবাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া ক
হিলেন, হে গুরো, আমি রাজ্যধনে উন্মত্ত হইয়া আপনকার
বিদ্যার গৌরব রাখিতে পারি নাই আমার অপরাধ ক্ষমা
করিবেন,হে রাজকুমার মলয়দেব,বিদ্যার গৌরবে দেবাচার্য্যে
র প্রাণরক্ষা হইল অতএব জগতের মধ্যে বিদ্যা যেমত সহা
য় এমত সম্ভবে না এই কারণ সকলশাস্ত্রেতে বিদ্যার প্রশংসা
করিয়াছেন প্রথমকালে যাহারা এই বিদ্যার সাধনাতে বিমু
খ হয় তাহারা আপনার চিরন্তন মহাধনকে আপনারাই
তুচ্ছ করে কিন্তু পিতা মাতা রক্ষকদিগের উচিত যে তাঁহারা

বালকগণকে শিশুকালে কুসংসর্গে না রাখিয়া নিরন্তর বিদ্যাচিন্তায় নিযুক্ত রাখেন তাহা না করিয়া যে সকল বান্ধবেরা লালন পালন স্নেহাদিবশত শিশুগণকে নিরর্থ ক্রীড়াতে নিযুক্ত করেন তাহাঁরা বালকদিগের শত্রুস্বরূপ হয়েন।

হে সর্ব্বপ্রিয় রাজনন্দন, বিদ্যার গুণবর্ণন বিষয়ে আমি যে কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন করিলাম বোধ হয় শ্রদ্ধাবান তুমি তাহা অবধারণ করিয়াছ. এইক্ষণে মানবদিগের নীতিশিক্ষার উপাখ্যানবিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রুতিপাত কর। বালকসকলকে প্রথমকালাবধি জ্ঞানিলোকের নিকট নিযুক্ত রাখিবে তাহাতে জ্ঞানিলোকের আচার ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া বালকেরাও সুনীতি হইতে পারে, নীতি অনেকপ্রকার আছে তাহার মধ্যে পিতা মাতার প্রতি ভক্তি করণ এক উত্তম নীতি হয়, পরমেশ্বর বস্তুসংযোগ দ্বারা জীবের জন্মবিষয়ক যে নিয়ম করিয়াছেন তাহাতেই জীবেরা জন্মগ্রহণ করে, যথার্থ বটে কিন্তু সেই বস্তুসংযোগে জন্মগ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরীয় সৃষ্টি দৃষ্টিকরণের প্রধান কারণ পিতা মাতা, জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে পিতা মাতা কৃতযত্ন হইয়া সন্তানের নিমিত্ত প্রতিদিন পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন অনন্তর পরমেশ্বর প্রসাদাৎ সন্তান জন্মিলে প্রিয়পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ তাহাঁরা কিপ্রকার প্রাণপণে সন্তানকে প্রতিপালন করেন তাহা বর্ণনকরণ সা

ধ্যাতীত হয়, জনক জননী শিশুকালে শিশুগণকে প্রাণাধিক স্নেহ পূর্ব্বক প্রতিপালন করেন এবং উপাদেয় স্বাদু দ্রব্যাদি উপস্থিত হইলে আপনারা লোভশূন্য হইয়া বালকবদনে সমর্পণ করিয়া থাকেন আর অজ্ঞানকালে জীবনবিনাশের ভূরিকারণ বীতিহোত্রাদি হইতে রক্ষা করেন, স্তন্যপোষ্য বালক পীড়িত হইলে জননীর উপবাস ব্যবস্থা হয় আর পিতার উপবাসকরণ বৈদ্যকবিহিত না হইলেও সন্তানের পীড়াতেই পিতা আহার পরিত্যাগ করেন এবং বিদ্যাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া মানব সকল যে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের অধিকারী হয়েন পিতা মাতাকেই তাহার মূল বলা যায় আর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নির্ব্বাহিতা সর্ব্বাদিকারণ পরিত্রাণকারি পরমেশ্বর ও তাহাঁরদিগেরপ্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, হে রাজতনয়, আমি এই বিষয়ের এক উদাহরণ বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

শতশৃঙ্গিপর্ব্বতের নিম্নস্থ রঙ্গভূমে সোমদত্তনামে ধীবর বসতি করিত, ধীবরজাতির মৎস্যজীবিত্ব ব্যবসায়েতে সোমদত্ত যদিও উত্তম সুশিক্ষিত হইয়াছিল তথাচ জ্ঞানিলোকের সঙ্গেই নিয়ত সহবাস করিত যেহেতু ঐ মনোহর পর্ব্বতশিখরে বানপ্রস্থেরা অবস্থান করিতেন, গিরিশিখর গমনাগমনে তাঁহারদিগের সহিত সোমদত্তের সন্দর্শন হইত, এইরূপে দিব্যজ্ঞানির সঙ্গলভ্য দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া সোমদত্ত ভক্তিচিত্তে পিতামাতার সেবায় নিযুক্ত হইল, যথাকালে জনক জননীর

স্নানাদি ব্যাপার সমাধাকরাইয়া তাহাঁরদিগের শরীরপবিত্র করে এবং পিতা মাতার ইচ্ছাভোগ যাহা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় জনক জননীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাঁহার দিগকে আহার করায় অনন্তর উভয়ের পত্রাবশিষ্ট প্রসাদ মাত্র স্বয়ং ভোজন করিয়া মৎস্যাহরণরূপ জাতীয়কার্য্যে প্রস্থান করে এবং স্বকীয় ব্যবসায়লভ্য মৎস্যমূল্য যাহা পায় তাহাতে পিতামাতার সেবার্থ দ্রব্যাদি লইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই প্রত্যাগত হয় তৎপরে আনীত দ্রব্যাদি সকল ভার্য্যাকে দিয়া পিতামাতার গৃহে আলোক দেয় এবং তাঁহারদিগের আজ্ঞানুরূপ কর্ম্ম করিয়া কিঞ্চিৎকাল পরেই পিতামাতাকে ভোজন করায় এই প্রকারে দিবারাত্রি যথাবিধানে পিতামাতার সেবা করিয়া সোমদত্ত কালক্ষেপ করে এবং অবকাশমতে শতশৃঙ্গের শিখরবাসি তপস্বিদিগের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করিয়া থাকে আর তপস্বিরাও মধ্যে২ সোমদত্তের গৃহে সমাগত হইয়া তাহার মাতৃপিতৃসেবা অন্দর্শন করেন এবং তাহার এরূপ শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া কহেন, সোমদত্ত,জগতের মধ্যে তুমিই ধন্য, ক্ষণবিনাশি মানবদেহের যাহা উচিত কর্ত্তব্য তাহা করিতেছ, ইহাতে ইহকাল পরকালে প্রতিষ্ঠিত হইবা এবং স্থবির শরীর পিতামাতার যে রূপ সেবা করিতেছ ইহাতে স্বর্গীয় পিতা পরমেশ্বর তোমার প্রতি অতি প্রসন্ন থাকিবেন তপস্বিগণ এই সকলপ্রকারে ধীবরকে বিবিধ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বীয়২ বাসস্থানে প্রস্থান করেন এইরূপে বহুকাল গতে

রঙ্গভূমদেশীয় রাজকন্যার বিবাহোপলক্ষে এক দিবস মহা ভোজের আয়োজন হইতেছিল তাহাতে মহীপাল স্বীয়া ধিকারস্থ সকল জালজীবিকে আনয়ন করিতে আজ্ঞা দিয়াছি লেন অতএব রাজদূতেরা সকলধীবরকেই সমাচার দিয়াছিল এবং রাজকার্য্য সাধনার্থ জালজীবিরাও জালসহিত প্রাতঃকা লে রাজদ্বারে আসিল কিন্তু সোমদত্ত প্রাতে আসিতে পারেনা ই তাহার পিতামাতার নিয়মিতকার্য্য সমাধা না করিয়া কদা চ অন্যত্র গমন করে না অতএব রাজাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করিয়া পিতমাতৃ সেবায় নিযুক্ত ছিল অনন্তর ভূপতির নিকট সম্বাদ হইল সোমদত্ত নামক ধীবরব্যতীত সকলধীবর সমাগত হই য়াছে সোমদত্তকে সমাচার দেওয়া গিয়া ছিল তথাপি দাম্ভি ক জালজীবী রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে, ঐশ্বর্য্য মদমত্ত রাজা সোমদত্তের নৃপাজ্ঞাউল্লঙ্ঘন শ্রবণ করিয়া ক্রোধাসক্ত হইলে ন এবং সোমদত্তকে বন্ধন পূর্ব্বক আনয়নার্থ রাজদূতের প্র তি প্রত্যাদেশ করিলেন, রাজদূতেরা আজ্ঞাবাহক রাজাজ্ঞা শ্রবণ মাত্র তদ্দণ্ডেই ধাবমান হইল এবং কিঞ্চিৎকাল পরে ব দ্ধহস্থ সোমদত্তকে রাজসমীপে আনিয়া উপস্থিত করিল, পরে নৃপতি সোমদত্তকে দেখিয়া কহিলেন, ওরে কুলাঙ্গার ধীবর, তুমি আমারআজ্ঞা হেয়জ্ঞান করিয়াছ অতএব অচিরে তোমা র রক্ত দর্শন করিয়া ক্ষান্ত হইব, এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সোমদত্তের মুণ্ডচ্ছেদনার্থ রাজভৃত্যকে আজ্ঞা দিলেন তাহা তে সোমদত্ত বিবিধপ্রকার বিনয়বাক্যে স্বীয়পরিত্রাণ প্রার্থ

না করিল তথাচ গর্ব্বিত রাজা তাহার বাক্যশ্রবণ করিলেন না অতএব রাজভৃত্যেরা সোমদত্তের বধার্থ খড়্গপ্রহার করিতে উদ্যত হইল, এইকালে সোমদত্ত উচ্চদৃষ্টি হইয়া বিলাপস্বরে কহিতে লাগিল, হে পরমেশ্বর, পিতামাতার প্রতি নিয়ত ভক্তিকরণ যদ্যপি তোমার অভিমত হয় আর পিতামাতার সেবাব্যতীত গুরুতরকর্ম্ম যদ্যপি না থাকে তবে এই অবিচারক রাজা আমার প্রতি যে নির্দ্দয়বিচার করিলেন তাহার বিচার ভার তোমাতে অর্পিত করিলাম, এই স্থাবর জঙ্গম চরাচর তোমার অধীন আমাকে ও তুমি সৃষ্ট করিয়াছ তোমার নয়নাগ্রে যে অন্যায় বিচারে আমার প্রাণবিয়োগ হইতেছে ইহার প্রতিকার তুমিই করিবা, এই সময়ে পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য কৃপা দেখুন, সোমদত্ত আর্ত্তনাদপূর্ব্বক পরমেশ্বরসমীপে নিবেদন করিয়া অন্তরে পিতামাতার পাদপদ্মচিন্তা করিতেছে এমতকালে মেঘান্ধকার বর্ষাকালীন দর্শরাত্রির ন্যায় দিবাভাগে নিবিড়ান্ধকার হইল, জীবজীবন সমীরণ একেবারে স্তম্ভিত হইলেন, মনুষ্য পশুপক্ষিসকল যে যথার ছিল সেই২ স্থানে রহিল, কেহ কিছু দেখিতে পায়না অতএব চতুর্দ্দিগে ত্রাহি ত্রাহি কোলাহলশব্দ হইতে লাগিল, ইহাতে রাজা আত্যন্তিক বিস্ময়জ্ঞান করিয়া পণ্ডিতসকলকে কহিলেন, হে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ, আপনারা কি করিতেছেন, অকস্মাৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল, ইহার কারণ কি, পণ্ডিতেরা কহিলেন আমরা হতজ্ঞান হইয়াছি বোধ হয় ধরাতল পাপেতে

পরিপূর্ণ হইয়াছে অতএব পরমেশ্বর পৃথিবীকে জলমগ্না করি
বেন ইত্যাদি প্রকার কথোপকথন হইতেছিল এইকালে গ
ভীরশব্দে আকাশবাণী হইল, হে অজ্ঞান ভূপতি, পর
মেশ্বর পৃথিবীর মধ্যে ধর্ম্মরক্ষার্থ তোমাকে মণ্ডলেশ্বর করি
য়াছেন তুমি ঐশিকনিয়মের বৈপরীত্যে যথার্থধার্ম্মিক ব্য
ক্তিকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছ অতএব পরমেশ্বর এই
সঙ্কটজনক ভয়ঙ্করীমায়াসৃষ্টি করিয়া তোমাকে সাবধান ক
রিতেছেন তুমি ধনজন রাজ্যাধিকার চতুরঙ্গিণীসেনা সম্প
ত্তিমত্ততাতে উন্মত্ত হইবা না অহঙ্কার ক্রোধাদি সম্বরণ রাজ
পুরুষের প্রধান ভূষণ সেই ভূষণবিহীন রাজার প্রতিভা ক্ষণ
প্রভার ন্যায়, যাঁহার ইচ্ছাতে স্থল সমুদ্র সমুদ্রস্থল গিরিতৃণ
তৃণগিরি হইতে পারে ধার্ম্মিকলোক তাঁহার অতি প্রিয়তম
হয়েন অতএব তুমি জানিবে যিনি ক্ষণমাত্রে এই চমৎকার সৃ
ষ্টি করিতে পারেন তাঁহার নিকট তোমার শরীর ক্ষণভঙ্গুর,
এই শব্দের পরেই সূর্য্যোদয় হইল এবং সমীরণ গমন করি
তে লাগিলেন পরে নৃপতি সোমদত্তকে পরমধার্ম্মিক সাধু
জানিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক বিদায় করিলেন অত
এব মানবদিগের পিতৃমাতৃসেবা উত্তম ধর্ম্ম কায়মনোবাক্যে
যাঁহারা সেই ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন পরমেশ্বর তাঁহারদি
গকে রক্ষা করেন।

অনন্তর হরিহরাচার্য্য কহিলেন পিতৃমাতৃসেবা যে মানবদিগের পরমধর্ম্ম তাহার উদাহরণ সহিত বিবরণ জ্ঞাত করিলাম এইক্ষণে মিথ্যার দোষ প্রকাশ করিতে বাসনা করি ভূপালতনয় শ্রুতিপাত কর। হে রাজকুমার, পরমেশ্বর মনুষ্যাদি জীবসৃষ্টি করিয়া বিবেচনা করিলেন ইহারা অজ্ঞান কিরূপে চেতন স্বরূপ আমাকে জানিবে এবং শরীর নির্ব্বাহক সাংসারিক ব্যাপার নির্ব্বাহ কিরূপে করিবে অতএব পরমকারুণিক সৃষ্টিকর্ত্তা জীবজীবনোপজীব্য উত্তম বুদ্ধিকে তাঁহারদিগের সহায় দিলেন তাহার মধ্যে আহার নিদ্রা নারীবিহারাদি বিষয়ক তুল্য জ্ঞান মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি সকল জীবকেই দিয়া ছিলেন কিন্তু মনুষ্যেরা হিতাহিত বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিবেন এই কারণ পরমেশ্বর মনুষ্যকে উত্তমজ্ঞানী করিলেন তাহাতেই মানবেরা সর্ব্বজীবাপেক্ষা প্রধান হইয়াছেন এবং স্ব ২ বুদ্ধিতে নানা বিষয় সৃষ্টি করিতে পারেন অতএব মায়াময় জগতেরমধ্যে আসিয়া বিষয়লালসা হেতুক মিথ্যার সৃষ্টি মনুষ্যেরাই করিয়াছেন, সত্যযুগে মিথ্যার সংস্রব ছিল না একারণ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ হইত না প্রজারা পরস্পর সকলকেই আত্মভাবে নিরীক্ষণ করিতেন সুতরাং তাহাতে পাপাধিষ্ঠানের অনুষ্ঠান ছিল না অতএব এক রাজা পৃথিবীপালন করিতে পারিতেন তাহার পরে যখন মিথ্যার সৃষ্টি হইল তখন পরস্পর বৈরভাব হিংসাদ্বেষাদি দ্বারা পাপাধিক্য হইতে লাগি

ল অতএব পরমেশ্বর পৃথিবীর শান্তিরক্ষা জন্য ভিন্নং রাজা সৃষ্টি করিয়া তাঁহারদিগকে দুষ্ট দমন শিষ্টপালন করিতে অনুজ্ঞা দিলেন, হে কুমার, নির্ম্মল জগন্নির্ম্মাণকারিপরমেশ্বর স্বয়ং সৎস্বরূপ তিনি মিথ্যার সৃষ্টি করেন নাই বিশেষত মিথ্যাকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন অতএব যাহারা মিথ্যার সমাদর করে তাহারাই সর্ব্বজ্ঞের বিচারে অবজ্ঞেয় হইবে, মিথ্যাবাদিলোক সকল আপাতত যৎকিঞ্চিৎ সুখাভিলাষে কিম্বা স্বীয় দোষগোপন প্রয়াসে মিথ্যাব্যবহার করে কিন্তু পরে সেই মিথ্যাই স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া তাহারদিগের অবসাদের আমূল হয়, কায়মনো বাক্যেতে কোন অংশে মিথ্যার ব্যবহার করিলে সেই অসত্য নিত্যই মনকে যন্ত্রণা দেয় এবং আকার প্রকার ব্যবহার দ্বারা স্বয়ং বহির্গত হইয়া সর্ব্বত্র নিন্দিত করায়, পিতামাতা স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারসকল যাঁহারা ব্যক্তিকে নিয়ত স্নেহ করেন মিথ্যাবাদিকে তাঁহারাও বিশ্বাস করেন না, বিন্দুমাত্র গোমূত্রপ্রক্ষেপেতে পরিপূর্ণ পয়ো কুম্ভকে যেরূপ অগ্রাহ্য করে সেই রূপ মিথ্যাসংসুব মিথ্যাবাদির তাবৎ সত্যকেই অগ্রাহ্য করায় বরঞ্চ স্থলভেদে মিথ্যাবাদে প্রাণ বিয়োগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, হে মহামহিম রাজনন্দন, আমি এই বিষয়ের এক সামান্য উদাহরণ বলিতেছি তুমি উপদেশবাক্যে কর্ণপাত কর।

সত্যসেতু রাজ্যেতে বীরনায়ক নামে এক রাজা ছিলেন এই মহারাজ মহাধার্ম্মিক সত্যবাদী, নিত্য নৈমিত্তিকসাত্ত্বিকা

চারপরায়ণ,দেবাচার্য্যের ন্যায় বিদ্যাচার্য্য,কুবেরসদৃশ কো ষাধ্যক্ষ হইয়া রাজ্যরক্ষা করেন, শৌর্য্যবীর্য্যগাম্ভীর্য্যাদি বহু বিধ গুণে প্রজাসকল তাহাঁর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন বি শেষত মহীপালের নম্রস্বভাব ও যথার্থ বিচারাদি রূপ সদ্ব্যব হারেতে প্রজাগণ তাহাঁর এমত বাধিত ছিলেন যে সিংহাসন রক্ষাজন্য অন্য রাজার সঙ্গে সংগ্রামোপস্থিতি হইলে প্রজা রাই সন্নদ্ধ হইয়া যুদ্ধজয় করিতেন অতএব বীরনায়ক রাজা শত্রু কর্তৃক লক্ষিত হইলে ও বিপক্ষ ভূপালেরা তাহাঁর অধি কার অধিকার করিতে পারিতেন না, এই রূপে রাজা স্বীয় শাসনকালে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যপালনাদি করিয়া স্বচ্ছন্দে থাকি তেন,বীরনায়ক রাজার এক পুত্র ছিলেন তাহাঁর নাম শূরসে ন, এই রাজকুমার কুমারকালেতেই অধীতশাস্ত্র হইয়া রা জ্যেতে সম্ভ্রান্ত হইলেন কিন্তু তাহাঁর এই প্রধান কুকার্য্য ছি ল যে মিথ্যা কথা কহিতেন এজন্য যদিও রাজবশ্য প্রজাসক ল রাজকুমারকে প্রকাশ্যরূপে সম্ভ্রম করিতে ঔদাস্য করি তেন না তথাচ অন্তরে সকলেই বিরক্ত ছিলেন তাহাতে রাজা প্রতিক্ষণ স্বীয় সন্তানকে শিক্ষা দিয়া কহিতেন, ওরেবালক, তোমার নিমিত্ত পরমেশ্বর সিংহাসন রাখিয়াছেন তোমার সদ্গুণেতে প্রজাসকলকে অধীন রাখিতে হইবেক অতএব তু মি নিন্দিতমিথ্যাচরণ পরিত্যাগ কর, রাজলক্ষ্মীপ্রত্যাশি ভূপালকুলপ্রসূতেরা মিথ্যা কহিলে তাহাঁরদিগের নৃপশ্রী প্র স্থান করেন এবং প্রজারা মিথ্যা ব্যবহার করিলে রাজদণ্ডে

দণ্ডনীয় হয়েন অতএব মানবদিগের মিথ্যাচরণ পরমেশ্বরের নীতিবিরুদ্ধ হয়, তুমি কদাচ মিথ্যা কহিবা না, তাহা হইলে পরমেশ্বর তোমাকে অযোগ্য জানিয়া শ্রীভ্রষ্ট করিবেন, বীর নায়ক রাজা স্বীয় বালক শূরসেনকে এই রূপে নীতিশিক্ষা দিতেন কিন্তু রাজপুত্র পিতৃবাক্য শ্রবণমাত্র করিতেন ফলে তাহা স্মরণ রাখিতেন না পরে এক সময়ে শূরসেন চতুরঙ্গিণী সেনাসঙ্গে মৃগয়ার্থ পর্ব্বতে যাত্রা করিলেন তাহাতে কিয়দ্দূর গমন করত দেখিলেন অতি মনোহর সুকুমার এক বৈশ্য কুমার পথি মধ্যে কুমারসমূহের সহিত বালক্রীড়া করিতেছে ঐ বৈশ্যকুমারের শিরোরত্ন এক মণি ছিল ঐ বহুমূল্য মণির কিরণ প্রভাকরকিরণশ্রেণীতে ও উগ্রপ্রভার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, রাজপুত্র ঐ উপাদেয় মণিদর্শন করিয়া বৈশ্যপুত্রকে ডাকিলেন এবং কহিলেন, হে বৈশ্যবালক, তোমার শিরোরত্ন মণিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে আমি তোমাকে কপোতাণ্ডতুল্যাকার মুক্তাহার প্রদান করিতেছি তুমি মুক্তাহার গ্রহণ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে মণিদান দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট কর, আমি রাজকুমার তোমার প্রতি প্রসন্ন থাকিলে বিবিধ কার্য্যেতে আমার নিকট উপকৃত হইবা, শূরসেনের এই সকল কথা শ্রবণে বৈশ্যসন্তান কহিল, হে রাজপুত্র, তুমি রাজনীতির বিরুদ্ধাচারে উন্মত্ত হইয়াছ প্রজার ধনেতে যে রাজা প্রলোভ করেন তিনি রাজটীকার উপযুক্ত নহেন এইমণি আমার অতিপ্রিয় আমি তাহা প্রদান করিতে পারিব না, রাজ

কুমার বৈশ্যশিশুর প্রতিজ্ঞা জানিয়া বোধ করিলেন এই বা
লক মুক্তার মালাতেও ভুলিবেক না ইহার মণিও লইতে হই;
বেক তবে কি করা যায়, ইত্যাদি নানা প্রকার পর্য্যালোচনা
র পর নিশ্চয় করিলেন তাঁহার স্যন্দনচূড়াতে অতি মনো
হর চাক্‌চিক্য বিশিষ্ট যে কাল্পনিক মণিগণ আছে সেই সুদৃশ্য
কাল্পনিক মণি দর্শাইয়া বৈশ্যশিশুকে বশ্য করিবেন অতএব
স্যন্দনচূড়াতে বিরাজিত কতিপয় কাল্পনিক মণি পাড়িয়া বৈ
শ্যপুত্রকে কহিলেন, হে বালক, তুমি একটি মণির জন্য আ
মার অনুরোধ পরিত্যাগ করিতেছ আমি তোমার মণির নি
মিত্ত প্রার্থনা করি নাই কেবল তোমাকে জানিবার জন্য ইচ্ছা
জ্ঞাপন করিয়াছি তুমি আমার মণির সহিত মিলাইয়া দে
খ তোমার মণি অপেক্ষা অত্যুত্তম বহুমূল্য হইবে, বৈশ্যকুমা
র রাজপুত্রের বাক্যে প্রতারিত হইয়া কৃত্রিম মণির সহিত এ
কত্র করিয়া আত্মমণি পরীক্ষা কালীন রাজপুত্র সেই প্রকৃত
মণি সংগ্রহ করিলেন বৈশ্যতনয় নির্ব্বোধ শিশু কাল্পনিক
মণিকে স্বমণি জ্ঞান করিয়া গৃহে গেল তৎপরে মণিপরীক্ষক
বৈশ্য আসিয়া দেখিলেন সন্তানের উত্তমাঙ্গে কাল্পনিক মণি
শোভা পাইতেছে অতএব তাহাকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবা
তে বালক তাবদ্বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল তৎপরে বৈশ্য সেই কা
ল্পনিক মণি লইয়া রাজার নিকট নিবেদন করিলেন তাহাতে
মহারাজ স্বীয় সন্তানকে ডাকিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে
রাজকুমার পিতার সাক্ষাতে ও আত্মপ্রতারণা গোপন ক

রিয়া ছিলেন অতএব মহারাজ স্বীয় সন্তানকে মিথ্যাবাদী জানিয়া কহিলেন, ওরে কুলাঙ্গার, তুমি পরমেশ্বরের ব্যবস্থা বিরুদ্ধ করিয়াছ তদ্দত্তরাজ সিংহাসন তোমার সম্ভোগ্য নহে অতএব আমি তোমাকে কৃতান্তের বিচারে সমর্পণ করিলাম এই বলিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ পুত্রের প্রাণদণ্ড করিয়া মণি বৈশ্যকে দিলেন।

হরিহরাচার্য্য কহিলেন, হে রাজকুলপূজ্যপাদ রাজকিশোর, নীতিজ্ঞান পারদর্শি মহর্ষিরা অঙ্গীকারপ্রতিপালক লোক সকলকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণনা করেন রাজপুত্র নীতিজ্ঞানপানপিপাসু হইয়াছ অতএব অঙ্গীকার পালন রূপ নীতিবিষয়ে কিঞ্চিৎ কহিতে মানস করি এই ক্ষণে অঙ্গীকারপালন বিষয়ক আমার বাক্যেতে শ্রীমানের অবধান হউক।

অঙ্গীকারপালক ব্যক্তিসকল ইহ লোক পরলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েন যেহেতু কৃতাঙ্গীকার মনুষ্য স্বীকারানুসারে কৃতকার্য্য হইলে আর্য্যলোকেরা তাঁহারদিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন তাহাতেই মহীমণ্ডলে জন্মগ্রহণের ফল অখণ্ড পুণ্য প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বিরাজমান হয়, এবং স্বীকার পালন জন্য পুণ্য প্রতিষ্ঠাতে কেবল জগতের মধ্যেই সুখে থাকেন এমত নহে অনিত্য নরকলেবর পরিত্যাগানন্তর নির্ম্মাণকর্ত্তার কৃপালভ্য নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়া নিত্যধামে নিত্য সু

খের ভাজন রূপে বিরাজ করিতে পারেন, আর লৌকিক উ দাহরণেতে ও প্রকাশ পাইতেছে সাধু লোকেরা স্বয়ং পরি তাপ যন্ত্রণাদি সম্ভোগ করিয়াছেন তথাচ আপনারদিগের অ ঙ্গীকার লঙ্ঘন করেন নাই অযোধ্যাধিপতি রাজতিলক মহা রাজ দশরথ কৈকেয়ীর নিকট স্বীকার করিয়া প্রিয়সন্তান র ঘুনাথকে বনে প্রেরণ করিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত যুধিষ্ঠিরা দি পঞ্চভ্রাতা কেবল স্বীকারানুরোধে রাজ্যত্যাগ করিয়া ছি লেন এতদ্ভিন্ন কর্ণ দধীচি বলিরাজাদির অঙ্গীকারপালন জ ন্য যশোরাশী অদ্যাপি ধরাতলে বিরাজ করিতেছে এবং প্র ত্যক্ষ দেখিতেছি স্বীকার মাত্রেতেই পৃথিবীর সকল কর্ম্ম নি র্ব্বাহ হইতেছে এতদ্ভিন্ন আমি আরো এক সামান্য উদাহরণ দর্শাইতেছি ইহাতে ও রাজ্যেশ্বরসুত মনোযোগ কর।

সমরকন্দ রাজ্যেতে অমরেশ্বর নামে এক পরম ধার্ম্মিক ভূপাল ছিলেন এই মহারাজ স্বীয় বিশ্বাস পাত্র মন্ত্রির প্রতি স কল শাসনীয় ভারাপণ করিয়া নিরন্তর পরমেশ্বরচিন্তায় নি যুক্ত থাকিতেন তাঁহার অভিলাষ ছিল পরমেশ্বরদত্ত কোন এক আশ্চর্য্য শক্তি পাইয়া যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করি তে পারেন পরে বহুকালীন কঠোরতপস্যাতে পরমেশ্বর অ নুগ্রহ পূর্ব্বক দৈববাণী দ্বারা কহিলেন, হে অমরেশ্বর, তুমি যে অভিলাষে আমার উপাসনা করিতেছ তাহার উপযুক্ত ব রপ্রদান করিলাম তোমার ইচ্ছার ফল সুসিদ্ধ হইবে কিন্তু অ ন্যায় অভিলাষ করিলে তোমার এ শক্তি থাকিবেক না,

উক্ত প্রকার দৈববাণীশ্রবণে অমরেশ্বর পরমেশ্বর সমীপে কৃতকৃত্য হইয়া উপাসনাসমাধা করিলেন এবং মনেতে চিন্তা করিতে লাগিলেন পরমেশ্বর তাহাঁকে যে বরপ্রদান করিলেন তাহার পরীক্ষাকরণ অত্যাবশ্যক হইয়াছে অতএব মন্ত্রিগণকে স্ব সমীপে আহ্বান করিয়া কহিলেন তোমরা অতি সাবধান রূপে রাজ্যরক্ষা করিবা আমি কিঞ্চিৎকাল তীর্থভ্রমণেযাত্রা করিলাম আমার জন্য ভাবিত হইবা না, সচিবগণকে এই কথা বলিয়া মহারাজ একাকী যাত্রা করিলেন এবং কতক দূর গমন করত অমরেশ্বরমহীপাল পরমেশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক ক্ষণমাত্রে প্রেমসিন্ধু রাজার দেশে গমনার্থ আকাঙ্ক্ষা করিলেন তাহাতে ক্ষণকালে ছয়মাসের পথ ব্যবহিত প্রেমসিন্ধু নৃপতির অধিকারেএকহট্টে উপস্থিত হইয়া দেখেন তথায় নানাপ্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইতেছে এবং এক ব্রাহ্মণ বহুতরদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ভৃত্যের আগমন অপেক্ষা করিতেছেন অমরেশ্বর নৃপতি বিপ্রের অভিপ্রায় জানিয়া তৎকালীন অতিকুরূপ নীচজাতীয় ক্ষিপ্তের ন্যায় রূপধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের নিকট গেলেন তাহাতে ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরে, তুই কোন্ জাতি অনাচরণীয়ত নইস্, রাজা উত্তর করিলেন, ঠাকুর মহাশয়, মুই কৈবর্ত্ত, লোকে মোকে পাগল বলে এই কারণ বিদেশে আইনু, আপনি কেন সুধাইতেছেন, ব্রাহ্মণ কহিলেন তুই পাগল তাহা পারিব সম্প্রতি আমার এই মোটটা নিয়া

সঙ্গে যাইতে পারিবি, আমি রাজপুরোহিত কল্য আমার পুত্রের অন্নপ্রাশন বিলক্ষণ আহার পাইবি, তোর্ নাম কি, ছদ্মবেশি রাজা কহিলেন, ঠাকুরগোঁসাই, মোর নাম হাবা মুই আর কিছু চাইনা কেবল পেট্টা ভরিয়া খাইতে পাইলেই হয় মোটট্যা মাথায় তুলিয়া দিয়া চলুন মহাশয়ের নিকট মুই চাকর থাকিব, ব্রাহ্মণ ভাবিলেন ভালই হইল বেতন দিতে হইবেক না পাতের এঁঠো ভাত কাঁটাকুটাতেই ইহার পেট ভরিবে আর বস্ত্রের জন্যেও ভাবনা নাই ছাড়া ছেঁড়া লেক্‌ড়া দিয়া সকল কর্ম্ম করাইতে পারিব ইত্যাদি বিবেচনা পূর্ব্বক হাবার মস্তকে মোট দিয়া অগ্রে২ চলিলেন এবং বা টীতে গিয়া ব্রাহ্মণীকে কহিলেন, হেদে গৃহিণি, একটা মঙ্গল সমাচার বলি, এই বেটা কৈবর্ত্ত পাগল হইয়াছে আমার নি কট বিনাবেতনে চাকর থাকিবে আহারমাত্র দিয়া যাহা বলিব তাহাই করিবে, দেখ দেখি হাঁড়ীতে যদি অন্ন থাকে তবে ইহাকে দেও, রাত্রির মধ্যেই কর্ম্মে লাগিয়া বাড়ী পরিষ্কার করিয়া রাখুক্, ব্রাহ্মণী এই কথা শ্রবণ মাত্র অস্তেব্যস্তে থালা পরিপূর্ণ পর্য্যুসিতান্ন পুঁইশাকের ব্যঞ্জন সহিত আনিয়া কহি লেন, ওরে, হাবা, হেথা আয়, ভাত খাবি, রাজা কহিলেন, মা ঠাকুরাণি, প্রেসাদ আনিয়াছেন, এই বলিয়া কিঞ্চিদন্তরে বহির্ব্বাটীতে গিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিলেন তৎপরে ব্রাহ্মণ কহিলেন, হাবা, কল্যপ্রাতে রাজা রাজপুত্র রাজকন্যারা আ সিবেন অন্তঃপুর বহির্ব্বাটী পরিষ্কার নাই রাত্রিতেই ঝাঁটি

দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবেক, রাজা কহিলেন যে আজ্ঞা, এই বলিয়া গেলেন এবং শেষ রাত্রিতে ইচ্ছামাত্রে ব্রাহ্মণের বাটী এমত পরিষ্কার হইয়া থাকিল যে রাজবাটীও এরূপ হয় না, পরদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উঠিয়া দেখেন অন্তর্ব্বহির্ব্বাটী অতি পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং কিঞ্চিৎ পরে রাজকন্যা ও রাজপুত্রেরা আসিয়া আশ্চর্য্য প্রকার পরিষ্কার দর্শনে জিজ্ঞাসিত ব্রাহ্মণ আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন আমি এক ভৃত্য পাইয়াছি তাহার নাম, হাবা, কিন্তু সকল কর্ম্মেতেই উত্তম সুশিক্ষিত বটে এই সকল কথোপকথন কালীন হাবা পাগল নৃত্য করিতেং রাজকন্যার সাক্ষাতে উপস্থিত হইল তাহাতে রাজকন্যা চন্দ্রকলা জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরে, হাবা, তুই গান করিতে জানিস্, কপটবেশি রাজা কহিলেন, পূর্ব্বে মুই ভালগান করিতে জানিতুন্ এখন ভুলিয়া গিয়াছি কিন্তু চন্দ্রকলা তাহার গানশ্রবণার্থ অত্যন্ত উৎসাহ পূর্ব্বক বারম্বার উপরোধ করিতে লাগিলেন এই সময়ে রাজা দেখিলেন চন্দ্রকলা পরমসুন্দরী অবিবাহিতা বিদগ্ধবতী সুলক্ষণা বটেন অতএব কহিলেন রাজকন্যা, মুই যা চাই তা দিবেন, বলুন, তবে যে কোন গান গাইতে বলিবেন তাহাই গাইব, রাজকন্যা ভাবিলেন পাগল হাবা কিবা চাহিবে তাহাতে ভাবনাই বা কি, ইহার প্রার্থনা সফল করিতে আমার অসাধ্য কি আছে, এই রূপ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, ভাল তুই যাহা চাহিবি তাহাই দিব স্বীকার করিলাম এখন

গান কর, পুনশ্চ কপটবেশিরাজা কহিলেন রাজকন্যা তুমি তো স্বীকার করিলা ঠিক করিয়া বল, তাহাতে তুচ্ছজ্ঞানে কহিলেন, হাঁ, আমি স্বীকার করিলাম তাহার অন্যথা হইবেক না, তুই কি চাহিবি বল্‌দেখি, অমরেশ্বর ইহা শ্রবণে উভয় নিতম্বে করতালিপ্রদান পূর্ব্বক গান করিয়া নিতম্বিনীর কর্ণের নিকট কহিলেন রাজকন্যা, মোর বড় ইচ্ছা হইয়াছে তোমাকে বিয়া করিব, এই কথা শ্রবণে আহ্লাদে বিষাদযুতা রাজদুহিতা শিরে করাঘাত করিয়া কহিলেন পরমেশ্বর আমার ললাটে কি এই লিখিয়াছিলেন, আমি রাজবালা বাল্যাবধি অবিরত ব্রত করিতেছি রাজমহিষী হইব এইক্ষণে হাবার গলে মাল্যদান করিতে হইল ইত্যাদি নানা বিধ খেদোক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, হাবা, আমি পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছি এইক্ষণে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া নরকের পথ মুক্ত করা অনুচিত, আমি উপবাস রহিলাম দিবাভাগে তুমি আহার করিবা না অদ্য রজনীযোগে তোমাকেই বরমাল্য প্রদান করিব, এই স্থির করিয়া রাজকুমারী চন্দ্রকলা পুষ্পমালা সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন এবং রাত্রিযোগে হাবাকেই মাল্যদান করিলেন অনন্তর এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া প্রেমসিন্ধু নৃপতি ও রাজ পৌরজনেরা চন্দ্রকলাবালাকে অসীমতিরস্কার করিয়াছিলেন কিন্তু রাজকন্যা কহিলেন আমিস্বীকার পালনার্থ হাবাকে মাল্যদান করিয়াছি এবং তৎপরে অমরেশ্বর পরমেশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক যখন স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন তখন

রাজকন্যা জানিতে পারিলেন তাঁহার অভিলাষ পরিপূর্ণ হই য়াছে আর বালিকাকালেতেও যে তিনি যথার্থ স্বীকার পালন করিয়াছেন এজন্য রাজকন্যাকে সকলে পরমধন্যা কহিলেন।

হরিহরাচার্য্য কহিলেন, হে ভূপালবৃন্দ বন্দনীয় রাজ নন্দন, বালকসময়ে বালকসকলকে নীতিবিচক্ষণ সুশিক্ষিতপক্ক জ্ঞানিশিক্ষক সমীপে রক্ষিত করিলে তাহাঁরা শিশুকালাবধি জ্ঞানোপার্জ্জন করত মানবমধ্যে রত্নস্বরূপ হইতে পারেন, নীতিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানাদিপ্রাপণের অসংখ্য পথ শাস্ত্রেতে প্রদর্শিত হইয়াছে কিন্তু শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যতীত সে সকল পথ আয়ত্ত হয় না বিশেষতঃ শাস্ত্রসকল সমুদ্রস্বরূপ তাহার পর পারগমন ক্ষণপ্রভাবচ্চলজ্জীবন জীব সকলের প্রায় সম্ভবে না কিন্তু সাধুলোকের সংসর্গে থাকিলে তাহাঁরদিগের আচার ব্যবহার দর্শনেতেই শাস্ত্রশিক্ষার ফল উপলাভ হয়, শাস্ত্রেতে নানাস্থানে লিখিয়াছেন সত্যকথন মনুষ্যের পরমধর্ম্ম এবং সত্যই পরমেশ্বরের স্বরূপ, এই সত্যশিক্ষা যে সর্ব্বাপেক্ষা যত্নসাধ্য ভূরিশাস্ত্রাধ্যয়নে লোকের মনে তাহা প্রবিষ্ট হইবার সম্ভব কিন্তু জ্ঞানিলোকের সহবাসেতে সেই সত্যশিক্ষা অনায়াসে হয় যেহেতু সাধুলোকেরা আপনারদিগের সত্যানুসারে বালকসকলকে প্রথমকালেই বলেন, হে বালকগণ, তোমরা সত্যের প্রতি মনোযোগ করিবা, কায়মনো বাক্যেতে সত্যা

নুষ্ঠান করিলে সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের আজ্ঞাপালন হয় আর সত্যবাদিলোক লোকসমাজে পূজনীয়হয়েন, সাধুলোকদিগের এই সকলবাক্য শ্রবণ ও সত্যানুরূপ ব্যবহারদর্শনেতে বালক সকল শিশুকালেই সত্যের আধার হইতে পারেন, হে রাজ কুমার, বেদ পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রেতেই সত্যের প্রশংসা করিয়াছেন, ভগবান মনু কহেন, সত্যই প্রধান ধর্ম্ম এবং বাল্মীক রামায়ণে লিখিয়াছেন সত্যই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর আর বেদের মধ্যে যে কতস্থলে সত্যাবলম্বনের আবশ্যকবিধান লিখিয়াছেন আমি এক মুখে তাহার বর্ণন করিতে সক্ষম নহি অতএব সকল শাস্ত্রেতে যখন সত্যের প্রশংসা লিখিয়াছেন এবং আমরাও যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি সত্যবাদির বিপদ হয় না তখন স সত্যই পরমবন্ধুস্বরূপ হয়েন, হে রাজকিশোর, সত্যবাদির কখনও বিপদ হয় না যাহা কহিলাম তাহার এক দৃষ্টান্ত তোমার সাক্ষাতে প্রচার করি অনন্যচিত্তে অবধারণ কর।

পৃথিবীর পূর্ব্বভাগে সঙ্গ্রামিনীনামে একরাজ্যছিল সমিতিঞ্জয়রাজা নামক ধরাপাল বহুকাল তপস্যাতে পরমেশ্বর কৃপায় তথায় রাজ্যেশ্বর হইলেন, সমিতিঞ্জয়রাজা অতি বিনীত পরব্রহ্মপরায়ণ সত্যাচারী, নিয়ত রাজনীত্যনুসারে রাজ্য শাসন করিতেন এবং সত্যব্রত নামক তাঁহার যে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এই মন্ত্রী কৌতুকস্থলেও কখন মিথ্যা কহিতেন না, অতএব নৃপতি আত্যন্তিক বিশ্বাস পূর্ব্বক সত্যব্রতমন্ত্রির প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিরন্তর পরমেশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত

থাকিতেন এই রাজার পট্টমহিষীর যৌবনাতিক্রম হইল তথা
চ সন্তানাদি হয় নাই অতএব ধরানাথ প্রতিদিন বিরলস্থানে
যোগাবলম্বনে কহিতেন, হে পরমেশ্বর, ধরাতলে তত্তুল্য ম
হাশিল্পী অচিন্তনীয় বিচিত্রনির্ম্মাণকারী দৃষ্টিলভ্য হয় না অ
তএব সৃষ্টির মধ্যে দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার বর্ণন পণ্ডিতবর্গের
ক্ষমতাতীত আর তুমি জগৎচৈতন্য স্বরূপ হইলেও যথার্থ
রূপে তোমার স্বরূপ কেহ জানেনা, ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান স্থাব
র জঙ্গম চরাচর জীবাজীব ক্রিয়া শক্তিসকলই তোমার শক্তির
অধীন, অঘটনঘটনাপটুতর নির্ব্বচন বহিভূত যে তোমার অ
নন্তশক্তি তাহাতে সম্ভবাসম্ভব সকলই হইতে পারে অনভিজ্ঞ
স্থূলদর্শিরা তোমার শক্তিমাহাত্ম্য সম্ভবাতিরিক্ত বলিয়া
নাস্তিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক পৌরাণিকবর্গকে উপহাস করে
কিন্তু পৌরাণিকেরা নিশ্চয় জানেন সর্ব্বান্তর্ব্ব্যাপ্ত পরমেশ্বর
বাজিকরের বাজির ন্যায় জগন্মণ্ডলে নানা বিচিত্র সৃষ্টি করি
য়াছেন অতএব তোমার শক্তিমাহাত্ম্যে যদি আমার সন্তান
জন্মে তবে আমি জানিব সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমার প্রতি
অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, রাজা প্রতিক্ষণ পরমেশ্ব
র সমীপে এইরূপ নিজাভিলাষ প্রকাশ করিবাতে বহুকালে
রপর তাহাঁর এক পুত্র হইল তাহাতে নন্দনমুখনিরীক্ষণ করি
য়া সানন্দিত নরবর বহ্বারম্ভে জাতক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক রাজ
কুমারের নাম চিরঞ্জীব রাখিলেন অনন্তর ক্রমিকবর্দ্ধিতরাজ
নন্দন পঞ্চবর্ষীয় হইলে পর তাঁহাকে নীতিবিশারদ আচা

র্য্যের নিকট নীতি শিক্ষায় নিযুক্ত করেন এইরূপে রাজকুমার বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং শেষ দশাতে সমিতিঞ্জয় ভূপাল চিরঞ্জীব নামক প্রিয়কুমারকে সঞ্জামিনীরাজ্যাভিষিক্ত করিয়া কহিলেন,হে প্রাণাধিক তনয়, আমার চরমকাল উপস্থিত হইল তুমি সত্যব্রত মন্ত্রির মন্ত্রণাতে রাজ্যশাসন করিবা ইত্যাদি বহুতর উপদেশদানের পর তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইল তাহাতে রাজ্যস্থ লোকেরা প্রিয় স্বামির বিনাশে আত্যন্তিক শোকাকুল হইলেন বটে কিন্তু সে শোক বহুকালিক হইল না সত্যব্রতমন্ত্রির সত্যানুরূপ প্রজাশাসন ব্যবহারে প্রজাসকল রাজশোক বিস্মৃত হইয়া মন্ত্রির প্রতি অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এই রূপে কিয়ৎকাল গতে যৌবনাধীন রাজকুমার আচার্য্যের নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহার বহির্ভূত হইলেম অতএব চঞ্চল ইন্দ্রিয়সকল প্রবল হইয়া তাঁহাকে ললনালোচনবাণ জর্জ্জর করত যোষাবদনভেষজ সেবনে নিযুক্ত করিল তাহাতে রাজকুমার আনঙ্গিকনিষ্পীড়ন শান্ত্যর্থ মত্তপ্রায় নিত্য নবীনাঙ্গনাসঙ্গে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন এই রূপে রাজকার্য্যের আত্যন্তিক বৈপরীত্য হইল এবং অপরিমিত বহুব্যয়ে রাজভাণ্ডারকেও শূন্যোদর করিলেন রাজকুমারের অবিহিত কামক্রীড়াতে ব্রীড়াশূন্যত্ব দেখিয়া এক সময়ে প্রধান মন্ত্রী সত্যব্রত কহিলেন, হে রাজকুমার, নীতিজ্ঞানাচার্য্যেরা কহিয়াছেন বিষয় রূপ সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া যে

রাজা পরস্ত্রী পরধন পরহিংসাতে মনোযোগ করেন তিনি স্বয়ং আপনার মহাভয় জনক বিপদের কারণ হইবেন এবং নারীগণের মনোহর মুখসন্দর্শনে মোহিত রাজা সকল আপনারাই আপনারদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত করেন বিষয়রূপ মহারণ্যে প্রতিক্ষণ ধাবমান মদমত্তবারণতুল্য মহাবল ইন্দ্রিয় সকলকে জ্ঞানস্বরূপাঙ্কুশাঘাতে আয়ত্ত রাখিতে হয়, যে রাজা তাহা না করেন পণ্ডিতেরা তাঁহাকে নীতিজ্ঞানমূর্খ কহেন পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তোমাকেরাজশাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তুমি স্ত্রৈণস্বভাবে যে বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেছ ইহা জানিয়া পরমেশ্বর অতি ত্বরায় রাজলক্ষ্মীকে ডাকিয়া লইবেন অতএব তুমি যুবতীযৌবনজলধি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া রাজনীত্যনুসারে সিংহাসন রক্ষায় মনোযোগ কর, নারীব্রতী রাজাকে সত্যব্রত উক্তপ্রকারে নানাবিধ সদুপদেশ কহিলেন তথাপি যুবরাজ মন্ত্রিবাক্যে হিতোপদেশ না বুঝিয়া বিপরীত জ্ঞান করিলেন এবং সেই সময়ে স্মরণ হইল বিপদকাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধের পরামর্শ গ্রাহ্য করিবে কিন্তু আহার মৈথুনেতে নহে তবে মন্ত্রির কথা গ্রাহ্যোপযুক্ত হয় না, মনেতে এইরূপ স্থির করিয়া লজ্জাবর্জ্জিত রাজা আরো বাহুল্যরূপে নারীসম্ভোগ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে সাধারণলোকেরদের আত্যন্তিক মনস্তাপ হইতে লাগিল এবং রাজপরিবারেরাও যুবরাজের প্রতি মহা বিরক্ত হই

লেন পরে বুদ্ধিবিচক্ষণ রাজমন্ত্রী সময়ান্তরে পুনর্ব্বার যুবরাজকে নিষেধ করিতে গেলেন কিন্তু বিপদকালে বিপরীত বুদ্ধি যে স্থূলদর্শিলোকেরদের ঘটিয়া থাকে রাজপুত্রের সেইরূপ হইল, মন্ত্রিবাক্যে আত্মোপকার না ভাবিয়া বোধ করিলেন মন্ত্রী বৃদ্ধকালে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার সুখের বিরুদ্ধাচার করিতেছেন অতএব মন্ত্রিকে পদচ্যুত করিয়া কারারুদ্ধ রাখিলেন এই সময়ে রাজ্যের মধ্যে ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হইল যুবরাজের কুকার্য্যেতে রাজ্যস্থ সাধারণ লোক তাঁহার বিপক্ষ হইলেন আর সৈন্যেরাও রাজপরিবারেরা সত্যব্রতের প্রতি অত্যাচার দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন পরে সাধারণ প্রজারা সভা করিয়া স্থির করিলেন সত্যব্রতের পক্ষ হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিবেন তাহাতে কিয়ৎকাল পরেই মহাযুদ্ধে রাজার প্রাণবিয়োগ হয় এবং সাধারণ প্রজারা একত্র হইয়া সত্যব্রতকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন, হে রাজকুমার, সত্যব্রত কেবল সত্যকে বিশ্বাস করিতেন এজন্য সাধারণলোক সকল রাজ বিপক্ষ হইয়া তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

এই প্রস্তাব শ্রবণানন্তর নৃপনন্দন কহিলেন, হে গুরো, আপনকার বদন বহির্গত সুধাসিক্তবচন শ্রবণে আমার মানস রাজিব সজীব হইতেছে অতএব মনুষ্যের বাক্যকথন বিষয়ে কিরূপ কর্ত্তব্য তাহা কিঞ্চিৎ শুনিতে অভিলাষ করি অনুগ্রহ পূর্ব্বক বাক্যকথনীয় নীতিশিক্ষা দ্বারা আমাকে তৃপ্ত করুন

তাহাতে হরিহরাচার্য্য কহিলেন, হে রাজকুমার, তুমি যে কথিত বিষয়সকল হৃদয়ে ধারণ করিয়া পুনর্জ্জিজ্ঞাসু হইলা ইহাতে আমি অধিক সন্তুষ্ট হইলাম সুবুদ্ধিশিষ্যের মনঃক্ষেত্রে গুরূপদেশ বপন করিলে তাহা অতিশয় বিস্তৃত হইয়া প্রকাশ পায়, যেমন অতি নির্ম্মল সলিলে তৈলকণিকা প্রক্ষেপমাত্র সকল সলিলব্যাপ্ত হয় সেই রূপ, অতএব তুমি বুদ্ধিমান শিষ্য যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ আমি সাধ্যানুসারে প্রকাশ করিতেছি ভূপালপুত্র শ্রবণ পূর্ব্বক ধারণ কর।

যে বাক্যেতে শ্রোতার আহ্লাদ ও হিতোপদেশ হয় বিজ্ঞেরা বাক্যালাপেতে নিরন্তর সেই বাক্যের ব্যবহার করেন এবং তাহাকেই প্রিয়বাক্য কহেন, এস্থলে ভগবান মনুও লিখিয়াছেন সত্য কহিবে, প্রিয়বাক্য কহিবে, এবং যুক্তিতেও প্রকাশ পাইতেছে যাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বসাধারণকে প্রিয়বাক্য কহেন তাঁহারা সকলের প্রিয়তম হয়েন আর প্রিয় বাদিকে সকলে শ্রদ্ধা করেন তাহাতে প্রিয়বাদির ধনমান গুণপুণ্য প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট হয় আর প্রিয়বাদী কোন বিপদে পতিত হইলে সর্ব্বসাধারণ লোক সপক্ষ হইয়া তাহাঁকে উদ্ধার করেন অতএব জ্ঞানিলোকের ব্যবহার শাস্ত্রযুক্তি সর্ব্বপ্রকারেই প্রাপ্ত হইতেছে মনুষ্যেরা আলাপাদিকালে নিয়ত প্রিয়বাক্য কহিবেন আরো দেখিতেছি বালকেরা শিশুকালে যে সকল বাক্যব্যবহার করে তাহা সকলের প্রিয়কর সত্যবাক্য হয় তাহার পরে অজ্ঞানলোকেরা বিষয়াভিলাষে অপ্রিয় মি

থ্যাবাক্য কহিতে আরম্ভ করে ইহাতে ও বোধ হয় পরমেশ্বর মনুষ্যকে যথার্থ প্রিয়বাক্যই প্রদান করেন অতএব যথার্থ প্রিয়বাক্য ব্যবহার করিয়া পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করা অত্যাবশ্যক হয়; হে ভূপতি তনয়, সত্য মূলক প্রিয়বাক্য ব্যবহার যে সর্ব্ববাদিসিদ্ধ হইয়াছে তাহা জ্ঞাত করিলাম এইক্ষণে ইহার উদাহরণ বলিতেছি অবধান কর।

স্বর্ণাকর দেশেতে মানসিংহ নামে এক রাজ্যপাল ছিলেন প্রিয়ম্বদ নামে এক সদাগর তাঁহার অধিকারে বসতি করিতেন রাজা রাবণতুল্যপরাক্রমশীল কুবের সদৃশ ধনবান বটেন তথাচ স্বীয়বাহুবলে স্বভাবদোষে পরস্বাপহরণ করিতেন কাহার অধিক ধন আছে এই বিষয় সন্ধানার্থ সর্ব্বদেশে তাঁহার অনুচর ভ্রমণ করিত,তাহারদিগের প্রমুখাৎ শ্রবণ মাত্র মানসিংহ ভূপতি ঐ ধনিকে স্বসাক্ষাতে আনয়ন পূর্ব্বক তাহার ধনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন এবং শ্রবণ করিয়া তাঁহার যে বস্তুর প্রতি অভিলাষ হইত ধনির নিকট অভিলাষ জ্ঞাপন করিতেন তাহাতে রাজার অভিলাষ বুঝিয়া ধনিরা যদ্যপি সেই বস্তু স্বেচ্ছা পূর্ব্বক রাজসন্নিধানে উপস্থিত করে তবেই তাহারদিগের পরিত্রাণ ছিল নচেৎ ঐশ্বর্য্য মদমত্ত রাজা তৎক্ষণাৎ সৈন্যপ্রেরণ পূর্ব্বক তাহারদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেন।

প্রিয়ম্বদ সদাগরের পিতার এক গোপনীয় ধনাগার ছিল প্রিয়ম্বদের পিতা মরণকালে স্বসন্তানকে ডাকিয়া কহিলেন,

ওরে প্রিয়নন্দন, তোমার ধনোপার্জনার্থ বাণিজ্যাদি করিতে হইবেক না আমাকে পরমেশ্বর যে ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন তুমি প্রত্যহ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিলেও বয়োবচ্ছেদে তাহার শেষ করিতে পারিবা না অর্থপ্রার্থি দীন দরিদ্রকে যথাযোগ্য দান দ্বারা সন্তুষ্ট করিবা কিন্তু ধনের ভাণ্ডার কাহাকে ও দেখাইবা না ইত্যাদি নানা প্রকারে সাবধান করিয়া গোপনীয় ধনাগারের সাঙ্কেতিক দ্বার বলিয়া বৃদ্ধসদাগর লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন তাহার পরে প্রিয়ম্বদ পিতৃশ্রাদ্ধাদি সমাপ্ত করিয়া এক দিবস রাত্রিযোগে সেই সাঙ্কেতিক রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিলেন এবং দেখিলেন মৃত্তিকার নিম্নে অত্যুত্তম অট্টালিকার স্ফাটিকস্তম্ভশ্রেণীতে নানা প্রকার মণির আলোকে অট্টালিকা দেদীপ্যমানা হইতেছে আর গৃহগর্ভে বৃহৎপ্রকার বহুতর খাত মধ্যে স্বর্ণ মুক্তা মাণিক্যাদি অগণ্য সম্পদ পরিপূর্ণ রহিয়াছে, প্রিয়ম্বদ সদাগর ঐ অতুল বিভব প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন এই ঐশ্বর্য্য রাখিয়া পিতা লোকান্তর গত হইলেন আমি ও এক সময়ে মানবদেহ পরিত্যাগ করিব পরে এই ধন কে পাইবে, কাহার ভোগ হইবে জানি না অতএব যদ্যপি বিতরণ দ্বারা লোকের উপকার করি তবে আমার প্রতিষ্ঠা চিরকাল থাকিবে, এই বিবেচনাতে সদাগর সমাগত দীন দরিদ্রকে যথাযোগ্য দান দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন পরে রাজা শুনিলেন প্রিয়ম্বদ সদাগর প্রতিদিন অসংখ্য প্রকার ধন বিতরণ করিতে

ছেন অতএব এক সময়ে সদাগরকে আনয়ন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ম্বদ, তুমি প্রত্যহ অর্থদান দ্বারা অর্থির প্রার্থনা সফল করিতেছ এত অর্থ কি প্রকারে পাইলা বোধ হয় গোপনীয় ভাণ্ডার তোমার হস্তগত হইয়াছে গোপনীয় ধনে রাজার অধিকার আমাকে না বলিয়া কিরূপে তাহা বিতরণ করিতেছ আমি কল্য তোমার বাটীতে উপস্থিত হইব, ধনের ভাণ্ডার আমাকে দেখাইতে হইবেক নহিলে তোমার শোণিত দ্বারা আমার অস্ত্রকে তৃপ্ত করিব, গর্ব্বিত রাজার এই রূপ সগর্ব্ববাগাড়ম্বর শ্রবণে প্রিয়ম্বদ ভীতহইয়া কহিলেন, হে নরনাথ, আমি গুপ্তধন প্রাপ্ত হইয়াছি মিথ্যা নহে এবং নৃপতিকে যে বলি নাই তাহাযথার্থ বটে ইহাতে আমার অপরাধ অবশ্য স্বীকার করি কিন্তু আমি জানি প্রজাসকল রাজপুরুষদিগের সন্তান স্বরূপ হয়েন পিতার নিকট পুত্রের অপরাধ সর্ব্ব প্রকারেই সম্ভব তবে এই বিবেচনাতে নিশ্চিন্ত আছি যে পিতার নিকট পুত্রের অপরাধ ক্ষমাযোগ্য হইবে, অতএব, হে রাজ তিলক, আমাকে ক্ষমা করুন, রাজ পুরুষ যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন অকিঞ্চন কর্তৃক তাহাতে বঞ্চিত হইবেন না, রাজা প্রিয়ম্বদ সদাগরের প্রিয়বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন সদাগর একবার তোমার ধনের ভাণ্ডার আমাকে দেখাইতে হইবেক আমি দর্শন করিয়া বিহিত বিবেচনা করিব, সদাগর কহিলেন আমি মহারাজের আজ্ঞাবাহক যেরূপ আজ্ঞা করিবেন তাহাতেই প্রস্তুত আছি ইহাতে মানসিংহভূপাল প্রিয়

ম্বদের সঙ্গে তাহাঁর বাটীতে গেলেন এবং রাত্রিযোগে সকল নিদ্রিত হইলে পর বস্ত্রদ্বারা নৃপতির নয়ন বন্ধন পূর্ব্বক হস্ত ধরিয়া গুপ্তপথে ভাণ্ডারের মধ্যে নীত করিলেন তৎপরে চক্ষের বন্ধন মুক্ত করিয়া দেখেন যেন ইন্দ্রালয়ে আসিয়াছেন এইকালে সদাগর হংসডিম্বাকার অতি প্রশস্ত মুক্তাহার নৃপতির গলদেশে দিয়া কহিলেন, হে রাজন্, এই অতুল সম্পত্তি দর্শন করুন, এ সমস্তই নৃপতির আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাণ্ডার প্রহরী ভাণ্ডারির ন্যায় রাখিয়াছেন মহারাজের আজ্ঞানুসারে সকল করিতে প্রস্তুত আছি অনন্তর নৃপতি অট্টালিকাময় গুপ্তপুরীর প্রতিপ্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া স্বর্ণ রৌপ্য মণি মুক্তা প্রবাল বহুমূল্য প্রস্তর হিরকাদি পরিপূর্ণ পুষ্করিণ্যাদি সন্দর্শনে অতি চমৎকৃত হইলেন. এবং সদাগরকে কহিলেন, হে প্রিয়ম্বদ, তোমার প্রিয়বাক্যেতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম তুমি স্বচ্ছন্দে এই অতুল সম্পদ সম্ভোগ কর, রাজা এই কথা বলিয়া বিদায় হইলেন, হে রাজকুমার, দেখ যে মানসিংহ শ্রবণ মাত্র প্রজার ধনাপহরণ করিয়াছেন প্রিয়ম্বদ সদাগরের প্রিয়বাক্যে বশীভূত হইয়া উক্ত প্রকার অসীম সম্পত্তি পরিত্যাগ করিলেন।

প্রিয়বাক্য কথন বিষয়ক উপদেশ বলিয়া অপ্রিয় বাক্যের নিন্দা করণার্থ হরিহরাচার্য্য কহিতেছেন, হে রাজনন্দন, অপ্রিয়ভাষি মনুষ্য পৃথিবীর অপ্রিয় হয়েন, কুলশীল ধনমানে

তে কাহার স্নেহের পাত্র হইতে পারেন না যদিবা পরাক্রমা দির অধীনতাপ্রযুক্ত সাধারণলোকেরা নিয়তানুগত্য ব্যবহা র করেন তথাপি সে আনুগত্য অন্তর সহিত নহে ধনপ্রাপণ মান রক্ষণাদি বিবিধ হেতুবশত অপ্রিয়বাদির আনুগত্য করে ন, হে রাজনন্দন, মনুষ্যের সহিত যে পরম্পর স্নেহের বন্ধন প্রিয়বাক্যই তাহার প্রধান কারণ, পরমেশ্বর অচিন্তনীয় রচ না করিয়া বচনেতে বিষ পীযূষ একত্র রাখিয়াছেন তাহার মধ্যে যিনি বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করিতে পারেন তাহাঁর বাক্য হইতে পীযূষ নির্গত হইয়া সকলকে তৃপ্ত করে আর বি বেচনাহীন অপ্রিয়বাদির মুখনির্গত বাক্য হইতে বিষ প্রকাশ পাইয়া সর্ব্বসাধারণের জ্বালাকর হয়,মধুরভাষির কুলশীলতা রূপ গুণ ধন মর্য্যাদা পরাক্রমাদি কিছুও যদ্যপি না থাকে তথাচ মধুরবাক্যে সকলকে বশীভূত করিতে পারেন, যেমন কোকিলপক্ষী দৃষ্টিতে কুরূপ এবং পুরীষাশিবায়স, কর্ত্তৃক প্রতিপালিত ঘৃণিত হয় তথাচ বচনমাধুর্য্য প্রযুক্ত সকলে তাহাকে সমাদর করেন এবং গানপটু নীচলোকেরাও ভদ্র সমাজে সমাদর পাইতেছে, সেই রূপ প্রিয়ভাষি লোকেরাও কেবল প্রিয়বাক্য দ্বারাই পৃথিবীর প্রিয় হইতেছেন কিন্তু অ প্রিয়বাদির এ সমস্তই বিপরীত হয়, আমি ইহার এক উদা হরণ বলিতেছি রাজতনয় শ্রুতিপাত কর।

মন্দর দেশাধিপতি নরোত্তম রায়ের দুই পুত্র ছিলেন জ্যেষ্ঠের নাম বীরবর, কনিষ্ঠ ধীরবরনামে প্রতিষ্ঠিত হইলেন,

বৃদ্ধ রাজা দুই সন্তানকেই বিদ্যাপতি নামক আচার্য্যের নিকট নীতিশিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন তাহাতে কনিষ্ঠ রাজকুমার নীতিশাস্ত্র ন্যায় বেদান্তাদি নানা দর্শন পাঠ করিয়া দীর্ঘদর্শী হইয়াছিলেন এবং বীরবর ও পণ্ডিত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার বাক্যের পারুষ্যত্ব দোষ পরিহার হইল না বয়োবৃদ্ধির সহিত আরো ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল ইহাতে রাজা অত্যন্ত খেদিত ছিলেন যেহেতু রাজকীয় ব্যবস্থাক্রমে জ্যেষ্ঠপুত্রই সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে সিংহাসনের কর্ত্তা অভিবাদভার্যা হইলে সাধারণবিবাদ সর্ব্বদাই সম্ভব কিন্তু কনিষ্ঠ রাজকুমার যেমন স্বাভাবিক শান্ত ছিলেন সেইরূপ সূনৃতবাক্যেতেও সর্ব্বাদৃত হইলেন তাঁহার কোমল মধুরবাক্যেতে সেনাপতি সেনাগণ মন্ত্রিবর্গ প্রজারা সকলেই অনুরক্ত হইতে লাগিলেন এই রূপে কিয়ৎকাল পরে বৃদ্ধরাজার লোকান্তর প্রাপ্তি হইল এবং অগ্রজ রাজকুমার বীরবর রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনারোহণ করিলেন, রাজশাসন বিষয়ে যুবরাজের কোন অন্যায় ছিল না বিচারাদি উত্তম করিতে পারিতেন কিন্তু বাক্পারুষ্যত্ব দোষে সাধারণলোকের প্রিয় হইতে পারিলেন না অতএব লোকেরা তাঁহার প্রতিবিরক্ত হইয়া ধীরবরের নিকট গতায়াত করিতে লাগিলেন, ধীরবর নামানুরূপ গুণবান ছিলেন সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে জ্যেষ্ঠের মঙ্গল চিন্তা করিতেন তথাপি যুবরাজ বোধ করিলেন সর্ব্বসাধারণ

লোকেরা যখন ধীরবরের বশীভূত হইলেন তখন সিংহাসনা ধিকারিত্বের বিপরীতে অবশ্যই কোন পরামর্শ হইতেছে আর যদি বা না হইয়া থাকে তথাপি সম্ভাবিত বটে অতএব অঙ্কুরকালে বিষবৃক্ষের বিনাশ করাই উত্তম,এই পর্য্যালোচনাতে যুবরাজ কনিষ্ঠের সহিত বিবাদারম্ভ করিলেন এবং কিঞ্চিৎ কাল পরেই ধীরবরকে রাজধানী হইতে বহির্গত করিয়া দিলেন, ইহাতে ধীরবর ঘোর বিপদে পড়িলেন তাঁহার নিকট অর্থ কিছুই ছিল না অতএব শরীর নির্ব্বাহক ব্যয়ার্থ কাতর হইয়া বৃদ্ধসেনাপতিকে পত্রলেখেন তাহাতে সৈন্যাধ্যক্ষ মন্দর দেশ হইতে কুণ্ডিল নগরে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকরেন এবং সাধারণের আনুকূল্যে কুণ্ডিল নগরে ধীরবরের নিমিত্ত এক রাজবাটী প্রস্তুত হয় তাহাতে কোন প্রকারে ধীরবর কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, চতুরঙ্গিণীসেনাগণ রাজমন্ত্রিরা তাহাঁর বাধ্য ছিলেন যুবরাজের সহিত সংগ্রাম করিলেও সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠের অনিষ্টেচ্ছু হইলেন না কেবল সাধারণলোকেরা তাঁহার নিকট গোপনে গমনাগমন করিতেন এবং তিনিও তাহাঁরদিগকে সবিনয় মধুরবচনে সন্তুষ্ট রাখিতেন এইরূপে দুই বৎসর গতে ধীরবরের চরেরা সমাচার দিল সাধারণলোকেরা ধীরবরের নিকট সঙ্গোপনে গতায়াত করিতেছেন এবং মন্ত্রিবর্গেরাও সময় বিশেষে তাহাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন, এই সম্বাদ শ্রবণে রাগান্ধ যুবরাজ সেনাপতিসকলকে আহ্বান করিয়া কহি